জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পর্দা ফাঁস

বিধানসভা নির্বাচনের আগে অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে 'বিফ' নাটক করেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট বলছে এই নাটকের জন্য সায়ক পেয়েছিল ২.৫ লক্ষ টাকা। আর একজন শমীক অধিকারী পেয়েছিলেন ১৩ লক্ষ টাকা। পর্দা ফাঁস

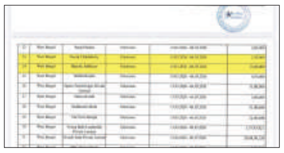

বৃষ্টি চলবে

নিম্নচাপের জেরে আজ পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে রাজ্য জুড়ে। শনিবার থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতির সম্ভাবনা। সমুদ্র উত্তাল থাকবে। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

রাহুল ও নেত্রীকে ধন্যবাদ দিলেন মিলন প্রধানের স্ত্রী

চিমটি কাটতে দুই দলকে একই প্রতীক! কমিশনকে কোর্টের তোপ

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১১৫ • ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ • ৭ আশ্বিন ১৪৩৩ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 115 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 25 SEPTEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় মহুয়া মৈত্র

পথ দেখাল বাংলা, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে দেশে প্রথম অভিযোগ দিল্লির থানায়

প্রতিবেদন : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) 'কীর্তি' ফাঁস করা 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল। এই পরিস্থিতিতে আবারও পথ দেখাল বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় প্রথম লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বুধবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ্যে আসার পরই নেত্রী ফেসবুক লাইভ করে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁর গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছিলেন। তার পরই এদিন তাঁর নির্দেশে মহুয়া মৈত্র জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করলেন।

থানা থেকে বেরিয়ে মহুয়া বলেন, দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় এসে জ্ঞানেশ চোর কুমার

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতিতে কোনও বিল পাশ করেননি। উনি একজন অপরাধী। অন্যান্য যে দু'জন নির্বাচন কমিশনার রয়েছেন সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী তাঁরা লিখিতভাবে বলেছিলেন যে জ্ঞানেশ কুমার যেটা করছেন তা বেআইনি এবং অবৈধ। কিন্তু সেটা অগ্রাহ্য করে জ্ঞানেশ কুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওঁর রক্ষাকবচ থাকতে পারে না।

থানায় অভিযোগ জানানোর পর মহুয়া মূলত তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রথমত, নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার ফর্ম-৬-এ একটি নতুন প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে আবেদনকারীর নিজের নাম অথবা তাঁর বাবা-মা কিংবা ঠাকুরদা-ঠাকুমার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল কি না, তা (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সন্ত্রাস

সন্ত্রাস! তোমাকে ধিক!
সন্ত্রাস? তুমি লজ্জা!
বন্দুক সন্ত্রাস!
বাহুবল সন্ত্রাস!
ভাষার সন্ত্রাস!
কথার সন্ত্রাস!
ছলনার সন্ত্রাস!
কুৎসার সন্ত্রাস!
অসহিষ্ণুতার সন্ত্রাস!
সন্ত্রাস-এর সন্ত্রাস!!!
ধিক-ধিক্কার-ধিক।

ডেড লাইন ৪৮ ঘণ্টা

শনিবারের মধ্যে জ্ঞানেশ পদত্যাগ না করলে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামবে ফের সিজেপি

প্রতিবেদন : মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ চেয়ে মাঠে নামল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। বেলা দুটোয় সাংবাদিক বৈঠক করে অবিলম্বে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তাফা দাবি করলেন সিজেপি নেতৃত্ব। একই সঙ্গে গ্রেফতারের দাবিও জানানো হয়। জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করার জন্য ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সিজেপি। সেই সঙ্গে চরম সতর্কবার্তা দিয়ে ককরোচরা জানিয়েছে, তাদের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে সারা ভারত জুড়ে বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু করা হবে। নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ নিয়ে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত তদন্তমূলক প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন সমস্ত রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন স্থগিত রাখারও দাবি জানিয়েছে সিজেপি। সিজেপি-র অভিজিৎ দীপকে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দেশে সবচাইতে বড় ইস্যু হল 'ভোট চুরি'। তাঁদের সংগঠন দিল্লি-সহ গোটা দেশে এই ইস্যুতে আন্দোলনে (এরপর ৬ পাতায়)

সিজেপি-র সাংবাদিক সম্মেলনে অভিজিৎ দীপকে-সহ অন্যেরা।

তিন দাবি জানাল সিজেপি

- জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা এবং তাঁকে যাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে।
- আগামী সমস্ত নির্বাচন স্থগিত করে এসআইআর-প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। পুরনো ভোটার তালিকা ফেরাতে হবে।
- অবিলম্বে ২০২৩ সালের নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন বাতিল করতে হবে।

বাঙালির বারোয়ারি পুজোও বিক্রি করে দিল এবার বিজেপি

প্রতিবেদন : বিনিয়োগ টানার গালভরা প্রতিশ্রুতির আড়ালে এবার সুকৌশলে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বাঙালির সবথেকে বড় আবেগ ও নিজস্ব সত্তা। নিছক আর্থিক অনুদান নয়, খোদ রাজ্য সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে মউ স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাঙালির দুর্গাপুজোয় এবার প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য কায়েম করল আদানি গ্রুপ। বৃহস্পতিবার এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, রাজ্যের প্রধান উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আদানি গ্রুপের সঙ্গে সরকারের একটি তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ময়নাতদন্ত করলে কর্পোরেট আগ্রাসনের এক অত্যন্ত আগ্রাসী রূপ বেরিয়ে আসে।

যে উৎসবের নামের সঙ্গেই 'বারোয়ারি' বা সর্বসাধারণের অধিকার জড়িয়ে আছে, সেখানে এই কর্পোরেট অনুপ্রবেশ আসলে উৎসবের বেসরকারীকরণেরই একটি সুচতুর ছক। আদানি (এরপর ৬ পাতায়)

কমিশনারদের চ্যাট ফাঁস করে অভিষেক হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন

প্রতিবেদন : কমিশন-নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট প্রকাশ্যে আনলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন আগেই আমেরিকা থেকে ফিরেছেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ। শহরে পা রেখেই তীব্র আক্রমণ করেছিলেন কমিশন-সহ বিজেপিকে। আর এবার বোমা ফাটালেন।

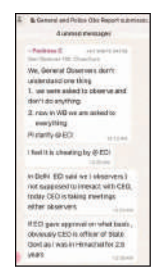

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাইছে সমস্ত বিরোধী দল। তৃণমূল থেকে শুরু করে কংগ্রেস, আপ, সমাজবাদী পার্টি, ককরোচ জনতা পার্টি-সহ বিরোধীদের একটাই বক্তব্য, অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে জ্ঞানেশ কুমারকে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুধবার ফেসবুক লাইভ করে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেফতারির দাবি করেন। সেই সুরেই সুর মিলিয়ে এবার অভিষেকও একই কথা বলে গেলেন।

অভিষেক বৃহস্পতিবার ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন। সঙ্গে পর্যবেক্ষকদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। অভিষেক ওই পোস্টে লিখেছেন, পর্যবেক্ষকদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের এই স্ক্রিনশটটি গত এপ্রিল মাসের। ভোটার তালিকা থেকে ৩০ লক্ষ নাম বাদ (এরপর ৬ পাতায়)

নানারকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 September, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯০

প্রফুল্লচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৯০) এদিন প্রয়াত হন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর ১৯৬২-’৬৭ তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে রাজনৈতিক জীবন বেছে নেন। ১৯২২-এ হুগলির গ্রামে গ্রামে গিয়ে চরকা ও খদ্দর-প্রচারে তৎপর হন। দুর্গম ও ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত হুগলির আরামবাগকে কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়ে সেখানেই কাটান। সহজ সরল অনাড়ম্বর গান্ধীবাদী এই নেতা ‘আরামবাগের গান্ধী’ নামে পরিচিত ছিলেন। কোনওদিন কোনও সরকারি সাহায্য বা দাক্ষিণ্য তিনি নেননি। একটা সময় এমন অবস্থা ছিল যে চিকিৎসার সব খরচও তাঁর নিজের পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ এই প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে রাজ্যের বামপন্থীরা একসময়ে প্রচার চালান, তিনি নাকি স্টিফেন হাউসটাই কিনে নিয়েছেন! সে-অভিযোগ শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু আরামবাগের মতো নির্বাচন কেন্দ্রে ১৯৬৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আটশো ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। কলকাতার কোনও বাজারে

নাকি সেদিন কাঁচকলা পাওয়া যায়নি। দু’গুণ দামে কাঁচকলা বিক্রি হয়েছিল। কারণ, কলকাতার তীব্র মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তিনি কাঁচকলা সস্তা বলে সেটি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মানুষকে। তাতে বাংলার আমজনতার মধ্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়। ১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাস্ত করার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০০২

এদিন গুজরাতের গান্ধীনগরে অবস্থিত অক্ষরধাম মন্দিরে একটি জঙ্গিহানার ঘটনা ঘটে। মুর্তাজা হাফিজ ইয়াসিন ও আশরাফ আলি মোহাম্মেদ ফারুক নামে দুই জঙ্গি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও হ্যান্ড গ্রেনেডের সাহায্যে এই হামলা চালিয়েছিল। ৩৩ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হন। জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে দুই জঙ্গিকে হত্যা করে। পরে গুজরাত পুলিশ আরও ৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট ওই ৬ জনকে বেকসুর খালাসের আদেশ দেয়।

২০১০

এদিন থেকে প্রতিবছর ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে উদ্‌যাপিত হয় ‘বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস’। এর মূল উদ্দেশ্য হল, বিশ্বের সবাইকে ফার্মেসি সম্পর্কে জ্ঞাত করা, ফার্মেসিকে একটি আলাদা পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, সমাজে ফার্মাসিস্টদের গুরুত্ব তুলে ধরা ও তাঁদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা পৌঁছে দেওয়া। ১৯১২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশনের প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ইস্তাম্বুল সম্মেলনে ২৫ সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৩৩

ইতালির তুরিন ক্যাথিড্রালে যিশুখ্রিস্টের শবদেহ আচ্ছাদনকারী বস্ত্র হিসেবে জনসমক্ষে আনা হল একটি ১৪ ফুট কাপড়। রক্তের দাগ লেগে আছে তাতে। একজন মানুষের মুখের ও শরীরের ছাপ স্পষ্ট। অনুমান করা হয়, ১৬৬৮-’৯৪-এর মধ্যে কোনও এক সময়ে ওই বস্ত্রখণ্ড এই গির্জায় আসে।

১৯৬৯

মধু বসু (১৯০০-১৯৬৯) এদিন মারা যান। এই চিত্রপরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্বের আসল নাম সুকুমার বসু। বিলেতে গিয়ে ক্যামেরার কাজ শেখেন ও অ্যালফ্রেড হিচককের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেন। দেশে ফিরে পরিচালক হিসেবে জনপ্রিয়তা পান ‘আলিবাবা’ ছবির পর। ছবিটিতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাধনা বসু দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩০টি ছবি পরিচালনা করেছেন। তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি ‘বীরেশ্বর বিবেকানন্দ’।

২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫০৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১৭০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩০৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.১৫	৯৬.৯৬
ইউরো	১০৯.৩৩	১১০.৬২
পাউন্ড	১২৭.১৬	১২৮.৬৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইয়ামি গৌতম

■ আয়ুষ্মান খুরানা

কর্মসূচি

■ রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে বেলডাঙা ১ ব্লকের কাপাসডাঙা পঞ্চায়েতে স্থানীয় মানুষদের নিয়ে আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল ইসলাম ও প্রাক্তন বিধায়ক সাহেব আলি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৩৫

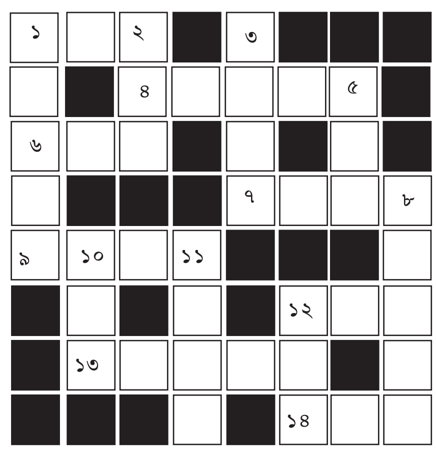

পাশাপাশি : ১. বৈরাগ্য, বিষয়বস্তু সম্পর্কে বৈরাগ্য ৪. দ্রুত কর্মসাধনের ক্ষমতা ৬. রক্ষক, আশ্রয়দাতা ৭. অভিনয়শিল্প ৯. সরকারের আইন ১২. চত্বর, রোয়াক ১৩. যে দেখে ১৪. সৃষ্টি।

উপর-নিচ : ১. আদেশ বা উপদেশ দেওয়া ২. সরল, প্রসন্ন ৩. বইপত্রের প্রকাশ ৫. শিব, মহাদেব ৮. হলবাহক ১০. সার্ভে ১১. ভর্ৎসনারূপ শাস্তি ১২. দাস।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৩৪ : পাশাপাশি : ১. মাইকেল ৩. চটানো ৫. মহি ৭. টাকনা ৮. ভিতর ১০. প্রাসাদ ১২. শর্টস ১৪. বউ ১৭. কুচক্র ১৮. নরনারী।
উপর-নিচ : ১. মাসুম ২. লপটা ৩. চক্রনাভি ৪. নোয়া ৬. হিংসা ৯. তদ্ভাব ১১. দশচক্র ১৩. সহন ১৫. উদরী ১৬. রুকু।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

25 September, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬

শুক্রবার

কুমারটুলিতে মা দুর্গার চক্ষুদান

রাহুল ও নেত্রীকে ধন্যবাদ নন্দীগ্রামের প্রার্থীর স্ত্রীর

প্রতিবেদন : মিলন প্রধান নির্দোষ। তাঁকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন নন্দীগ্রামের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের স্ত্রী অর্পিতা প্রধান। স্বামীর গ্রেফতারি নিয়ে প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পাশাপাশি এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

অর্পিতা বলেন, ২০০৭ সালে যে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছিল, তাতে দেশের স্বার্থে লড়াই করেছিলেন মিলন। সেই দুঃসময়ে মানুষের পাশে ছিলেন তিনি। অথচ আজ তাঁকেই মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে জেলে ভরা হল। মিলনের গ্রেফতারিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অর্পিতা। শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গে অর্পিতা বলেন, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলনে তো শুভেন্দু অধিকারীও ছিলেন। তা হলে তিনি কেন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? যে অন্যায় করেনি, সে জেলে! আর যে অন্যায় করল, সে মুখ্যমন্ত্রী বলে পার পেয়ে গেল!

এদিন মমতা ও রাহুলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান অর্পিতা প্রধান। অন্যায় না করেও তাঁর স্বামীকে যেভাবে মামলায় জড়িয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে, তার জবাব প্রশাসনকেই দিতে হবে বলেও জোরালো দাবি তোলেন মিলনের স্ত্রী। মিলন প্রধানকে নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণার পরই তাঁকে গ্রেফতার করেছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। এই পরিস্থিতিতে উনি জেল থেকেই নির্বাচনে লড়ছেন। ওঁর স্ত্রী আজ সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাহুল গান্ধীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই অবস্থায় আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরোপুরি মিলন প্রধানের লড়াইয়ের সঙ্গে আছি এবং তাঁর পরিবারেরও পাশে আছি। আমাদের কর্মীরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো তাঁর সমর্থনে আছে।

বিজেপি ফাঁসল কমিশনের হিসাবে

প্রতিবেদন : বিধানসভা ভোটের আগে পার্ক স্ট্রিটের অলি পাব রেস্তোরাঁয় মাটন স্টেক আর বিফ স্টেক নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। করেছিলেন সায়ক চক্রবর্তী নামে এক ইনফ্লুয়েন্সার। ব্যাপারটা আসলে যে বিজেপির সাজানো চিত্রনাট্য ছিল তা কমিশনই পর্দাফাঁস করে দিয়েছে। কমিশনের ওয়েবসাইটে রাজনৈতিক দলগুলির খরচের হিসাব-নিকাশ পেশ করা হয়েছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে সায়ক চক্রবর্তীকে ২.৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই হিসাবই বলে দিচ্ছে, মাটন-বিফ নিয়ে কোনও বিতর্ক নয়, আসলে বিজেপির পালে হাওয়া তুলতেই টাকা দিয়ে এই মিথ্যাচারের চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছিল। আরেকজন ইনফ্লুয়েন্সার শমীক অধিকারী। সে আবার ‘বাটন’ নামে একটি ভিডিও করে বিতর্কে পড়ে। একইসঙ্গে বান্ধবীকে বাড়িতে আটকে রেখে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জেল হয়। কমিশনের হিসেব বলছে তাকে দেওয়া হয়েছিল ১৩ লক্ষ টাকা। ভাবা যায়! এরকম ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য বাংলার ভোটে বিজেপি খরচা করেছিল প্রায় ৫৬ কোটি টাকা। বিধানসভা ভোটের আগে ধর্মীয় আবেগে এভাবেই টাকা দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়ার কাজ হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, সায়ক ২.৫ লাখ আর শমীক ১৩ লাখ কেন? বেশি উপকার তো সায়ক করেছে। তাহলে কি শমীকের জেলমুক্তির উকিল খরচও বিজেপি দিয়েছে?

রাজ্যে এল ৪০ হাজার ইভিএম

প্রতিবেদন : আসন্ন পুরভোটের প্রস্তুতিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ৪০ হাজারেরও বেশি নতুন ইভিএম ইউনিট পাঠানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় এই ইভিএম ইউনিট চাওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক ২১ হাজার ১৮৪টি ব্যালট ইউনিট এবং ১৯ হাজার ৫৬৪টি কন্ট্রোল ইউনিট রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত প্রোটোকল মেনে প্রতিটি মেশিনের প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করা হবে। এরপর জেলার চাহিদা অনুযায়ী ইভিএম বণ্টন, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং ভোটগ্রহণের প্রস্তুতির কাজ শুরু হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই বিপুল সংখ্যক ইভিএম হাতে পাওয়া পুরভোটের প্রস্তুতিকে অনেকটাই এগিয়ে দিল।

কতদিনে মীমাংসা? তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ মামলায় কমিশনকে সুপ্রিম-প্রশ্ন

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও ঘাসের ওপর জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের অন্তর্বর্তিকালীন সেই সিদ্ধান্তকে অবৈধ দাবি করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে কমিশনের কাছে নাম ও প্রতীক-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির সম্ভাব্য সময়সীমা জানতে চাইল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে, দু-পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য ও প্রমাণ পেশের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি কমিশনেরও সেই তথ্য খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকা প্রয়োজন।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে ছিল এদিনের শুনানি। শুনানিতে প্রধান

বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ কমিশনের উদ্দেশে জানতে চায়, এমন একটি যুক্তিসম্মত সময়সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব কি না, যার মধ্যে দুই পক্ষ নিজেদের বক্তব্য ও প্রমাণ পেশ করতে পারবে এবং একই সঙ্গে বিষয়টি অযথা দীর্ঘায়িতও হবে না। অর্থাৎ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে উভয় পক্ষকে ন্যায্য সুযোগ দেওয়ার বিষয়টিকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে আদালত। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, শুধু দুই পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করলেই হবে না। সেই বক্তব্য এবং পেশ-করা প্রমাণ খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের হাতেও পর্যাপ্ত সময় থাকা প্রয়োজন। তাই গোটা প্রক্রিয়ার জন্য একটি বাস্তবসম্মত সময়সীমা নির্ধারণের দিকেই রয়েছে আদালতের নজর। এই মামলার পরবর্তী শুনানি সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর কমিশন তার অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নাম এবং ঘাসের ওপর জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ করে দেয়। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টার্গেট করা হয়েছিল বিরোধী নেতানেত্রীদের নির্বাচনী কেন্দ্র

প্রতিবেদন : ২০২৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এনডিএ-র প্রাপ্ত মোট ভোটের সঙ্গে বিরোধী ভোটের ফারাক ছিল মাত্র ২ শতাংশ। গোটা দেশে যে মোদি হাওয়া আর কাজ করছে না তা সেদিন টের পেয়ে গিয়েছিলেন অমিত শাহরা। বিপদ বুঝতে পেরে তাঁরা কৌশল অবলম্বন করেন। জ্ঞানেশ কুমারকে কাজে লাগিয়ে অঙ্ক কষে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন শাহরা। বিশেষ করে যে বিরোধী দলের নেতারা মোদী বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের নির্বাচনি কেন্দ্রকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সিজেপি-র আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে সাংবাদিকদের সামনে এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য তুলে ধরেন। তথ্য দিয়ে অভিজিৎ বলেন, লক্ষ্য করলে দেখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্রে ৫১ হাজার ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। যেখানে তিনি পরাজিত হলেন ১৫ হাজার ভোটে! এম কে স্ট্যালিনের কেন্দ্রে বাদ দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ভোটারের নাম। যেখানে তিনি পরাজিত হলেন ৯ হাজার ভোটে! অরবিন্দ কেজরিয়ালের কেন্দ্রে বাদ দেওয়া হয়েছিল ৪০ হাজার ভোটারের নাম। যেখানে তিনি পরাজিত হলেন ৪ হাজার ভোটে!

বাছাই করে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিনব কৌশল

প্রতিবেদন : বিজেপি'র সুবিধা করে দিতে এসআইআর-র নামে একের পর এক বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরুর দিন থেকেই এই বিষয়ে সরব হয়েছিল। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হও য়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি বা অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। বুধবার দিল্লিতে সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, এসআইআর-র নামে মহারাষ্ট্রে ২ কোটি, উত্তরপ্রদেশে ২ কোটি, পশ্চিমবঙ্গে ৯০ লক্ষ, কেরলে ২৪ লক্ষ, দিল্লিতে ৪৭ লক্ষ, তামিলনাড়ুতে ৯৭ লক্ষ, কর্ণাটকে ১ কোটি, তেলেঙ্গানায় ৭৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। হিসেব করলে দেখা যাবে গোটা দেশে ১৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম পরিকল্পিত ভাবে বাদ দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে অভিজিৎ বলেন, ২০২৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এনডিএ-র প্রাপ্ত মোট ভোটের সঙ্গে বিরোধী ভোটের ফারাক ছিল মাত্র ২ শতাংশ। এরপরই মাথা ঘুরে যায় নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের। তার পর থেকেই জ্ঞানেশ কুমারের ‘অপারেশন’ শুরু হয়। যেসব রাজ্যে স্থানীয় দলগুলি ক্ষমতায় রয়েছে সে সব রাজ্য ধরে ধরে ভোটার তালিকা থেকে নির্বিচারে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, বিহার, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, গোয়া সব ক্ষেত্রেই একই প্যাটার্নে কাজ করেছে টিম জ্ঞানেশ কুমার।

২৮৬ কোটি টাকা! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরাতে খরচ করে বিজেপি

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরাতে কত টাকা খরচ করেছে বিজেপি? প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কোথায়, কত টাকা খরচ করেছে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন তৃণমূল বিধায়ক।

নির্বাচন কমিশনের চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে বিজেপির মুখোশ খুলে গেল। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিজেপি খরচ করেছে ২৮৬ কোটি টাকা। এর থেকে পরিষ্কার বিজেপি বিপুল অর্থ খরচ করে নির্বাচন প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে।

সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গও তার মধ্যে একটি। রাজ্যগুলিতে নির্বাচন করাতে অর্ধেকেরও বেশি অর্থ এ রাজ্যের জন্য খরচ করেছে বিজেপি শিবির। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর নিয়ম মেনে কমিশনের কাছে নিজেদের খরচের হিসাব জমা দিয়েছে বিজেপি। ৫ রাজ্যের নির্বাচনে ৫২৯ কোটি টাকা খরচ করেছে বিজেপি। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি।

বিজেপির দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যে দলীয় প্রচারের পিছনে ব্যয় হয়েছে ২১৭.১৬ কোটি টাকা। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থীদের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারের খরচ মেটাতে দলীয় ভাবে দেওয়া হয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

শুধু বাংলা নয়, বাকি রাজ্যগুলিতেও নির্বাচনী প্রচারে বড় অঙ্কের টাকা খরচ করেছে বিজেপি। অসমে দলের ব্যয় ৯৬.২৬ কোটি টাকা। কেরলে ৮২.৬৭ কোটি, তামিলনাড়ুতে ৫১.৫৬ কোটি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে ১১.৮৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে কমিশনে জমা দেওয়া হিসাব থেকে জানা গিয়েছে। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর নিয়ম মেনে কমিশনের কাছে নিজেদের খরচের হিসাব জমা দিয়েছে বিজেপি। সেই হিসাবেই উঠে এসেছে এই বিপুল অঙ্কের তথ্য।

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই দাবি করেছিলেন টাকা দিয়ে ভোট কেনা হচ্ছে। বাংলা দখল করতে বিজেপি যে হারে খরচ করেছে তাতে পরিষ্কার ভোট প্রভাবিত করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
25 September, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্যুইট জ্ঞানেশ

দেশজুড়ে আওয়াজ উঠেছে পদত্যাগ করতে হবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে। কেন? এসআইআর-এ ভোটারদের নাম বাদ দিতে জ্ঞানেশ কুমার যে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা বেআইনি, অসাংবিধানিক এবং নীতিবিরুদ্ধ। কমিশনের দুই কমিশনার বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও জ্ঞানেশ নিজের মর্জিমতো কাজ করেছেন। বলা উচিত, বিজেপির নির্দেশে তাদের পলিটিক্যাল এজেন্ডা পূরণ করতে নেমেছিলেন। এটা প্রকাশ্যে চলে আসার পর মহাবিপদে পড়েছে বিজেপি সরকার। সম্বিত পাত্রের মতো কিছু চাটুকারকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রতিরোধ তৈরির চেষ্টা করেছিল বিজেপি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, অভিযোগ কমিশনের বিরুদ্ধে। তারা নাকি স্বাধীন সংস্থা। অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, আর জবাব দিতে নেমেছে বিজেপি। এটাই তো প্রমাণ করে দেয় বিজেপির নির্দেশেই কমিশন চলছিল। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, অমিত শাহর নির্দেশে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিয়েছে কমিশন। ইতিমধ্যে দেশের প্রত্যেকটি বিরোধী দল পদত্যাগ চেয়েছে জ্ঞানেশ কুমারের। বিজেপির হার্টবিট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে সিজেপি। বৃহস্পতিবার তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে স্পষ্ট বলেছে, পদত্যাগ করতে হবে জ্ঞানেশ কুমারকে। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগের তদন্ত শুরু করতে হবে। কার নির্দেশে তিনি এই কাজ করেছিলেন তা খুঁজে বের করতে হবে। অবিলম্বে আগামী সমস্ত নির্বাচন বাতিল করতে হবে। ২০২৫-এর ভোটার তালিকা ফিরিয়ে আনতে হবে। এই সিজেপির আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়েছিল প্রশ্নফাঁস নিয়ে। দিল্লির আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ করতে হয়েছিল শিক্ষামন্ত্রীকে। এবার তাদের স্পষ্ট ঘোষণা, শনিবারের মধ্যে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে দিল্লিতে আবার শুরু হবে আন্দোলন। এই আন্দোলনেই ঠিক হয়ে যাবে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে কি না। এবারও দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের সঙ্গে রয়েছে।

পার পাবেন না জ্ঞানেশ কুমার বাঁচাতে পারবেন না মোদি-শাহ

এসআইআর এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির দায়ে জ্ঞানেশ কুমার একতরফা চলতে পেরেছেন কারণ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁকে এই পদে বসিয়েছেন। ভোটচুরি হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা দেশের গণতন্ত্রের ওপর এর বড় আঘাত আগে কখনও হয়নি। যারা একাজ করেছে তারা দেশদ্রোহী। তদন্তের মুখে পড়তে হবে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, আজই না হলেও কাল অথবা তারপর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভোট চুরি' সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে যা বলেছিলেন তাকে ঠিক প্রমাণিত করেছেন দুই নির্বাচন কমিশনারই। ২০২৪'র ভুয়ো নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর জয়ের পক্ষে জনমত ছিল না। কেবল একটি ভোটে রিগিং হয়নি। জ্ঞানেশ! আপনি যা করছেন তা দেশের সংবিধানের ওপর আঘাত, দেশের ওপর আঘাত। আপনি নিজেও তা বোঝেন। কিন্তু আমরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকেরা গণতন্ত্রকে শেষ হতে দিচ্ছি না। যারা এর জন্য দায়ী তাদের শাস্তি হবেই। আমরা তা নিশ্চিত করব। আমরা সবাই জানি কী হচ্ছে। কমিশনের বিভিন্ন সূত্র থেকেও খবর পাচ্ছি। আমরা বলছি যে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই অপরাধের জন্য দায়ী। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। এই কাজ ভারত রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ। এটা দেশদ্রোহীর কাজ। যারা ভোটদানের অধিকারের মতো সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিতে আক্রমণ চালায় তারা দেশদ্রোহী ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্যাপারটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ নিশ্চিত করে বিজেপি'র আসন সংখ্যা বলছেন বা বিজেপি কতদিন শাসন চালাবে তা নিশ্চিত করে দিচ্ছেন। সব প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি বা বিজেপি-কে তার মুখে পড়তে হয় না কেন? গুজরাত, হরিয়ানার মতো রাজ্যে বা কেন্দ্রে একই অবস্থা কেন? অটলবিহারী বাজপেয়ীকেও তো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মুখে পড়ে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। তাহলে মোদি-শাহ এতবড় জ্যোতিষী যে সব একেবারে ঠিক ঠিক মিলিয়ে দিচ্ছেন! 'ভোটার তালিকায় আমার নাম ফিরিয়ে দাও' এই দাবিতে মানুষ পথে নামলে টিকতে পারবেন তো? নির্বাচন কমিশনকে জবাব দিতেই হবে কী অপরাধে রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লেন। তৈরি থাকুন।

— সুজয় ভৌমিক, রাজডাঙা রোড, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

● এবার কাঠগড়ায় খোদ তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে উঠে আসছে নির্বাচনে একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ। জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে উঠে আসছে নির্বাচনে 'দুর্নীতি'র অভিযোগও। তাঁর ভূমিকা নিয়েও উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। যে প্রশ্ন আগেও বারবার তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ভারতের একাধিক শীর্ষস্থানীয় অ-বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

● ২৮ অক্টোবর, ২০২৫। কোনও অনুমোদন ছাড়াই নির্বাচন কমিশনের নামে নির্দেশিকা জারি নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন দেশের অন্যতম নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু। সেই শুরু।

● ফাঁস হয়ে গিয়েছে একটা ভয়ঙ্কর সত্য। একমাত্র বিজেপির হয়ে কাজ করাই নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্য। সেটাই গোটা দেশের সামনে বেআব্রু হয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এবং জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট চেয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন। সেদিন কোনও লাভ হয়নি।

● কিন্তু আজ ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, এসআইআর-এর প্রকৃত ও প্রায়োগিক অর্থ, 'স্পেশ্যাল ইনসেন্টিভ ফর রুলিং পার্টি (বিজেপি)'।

লিখছেন দেবু পণ্ডিত

মনে পড়ে সেই দিনটার কথা? এ-বছরের ৮ এপ্রিল।

কমিশনে গিয়েছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মেনকা গুরুস্বামী এবং সাকেত গোখলে। তৃণমূল প্রতিনিধিদের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় যে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ গিয়েছে, তা নিয়ে তথ্য ও যুক্তি পেশ করতে চাইলেও কমিশন তা শুনতে চায়নি।

ডেরেক ও'ব্রায়েন বিস্ফোরক দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেছেন এবং একপ্রকার বের করে দিয়েছেন।

সেদিনই সারা ভারতের গর্জে ওঠার কথা ছিল।

কিন্তু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া বাকি রাজনৈতিক দলগুলো পাঁচিলে বসে মজা দেখছিল।

আজ স্পষ্ট, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্য সত্য হলে নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মের পিছনে কোনও 'অদৃশ্য হাত' কাজ করছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। কমিশনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পাশাপাশি আরও দুই নির্বাচন কমিশনার রয়েছেন। ২০২৩ সালের আইনে বলা হয়েছে, কমিশনের কাজকর্ম যতটা সম্ভব সর্বসম্মতভাবে পরিচালিত হবে। মতভেদ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিধান রয়েছে।

অথচ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, গত ১০ মাসে সান্ধু এবং যোশী মিলিতভাবে অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য ছিল, কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁদের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়নি বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। ভোটার তালিকা সংশোধনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়, নতুন ভোটার সংযোজন, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং ভোটার তালিকার তথ্যভাণ্ডারের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ এই সব ক'টি বিষয়েই আপত্তি জানানো হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR নিয়েও কমিশনের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে ভোটারদের নাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনের পক্ষ থেকে যে আপিল করা হয়েছিল, তার অনুমোদন ও প্রক্রিয়া নিয়েও সান্ধু প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে SIR-এ বাদ পড়া ভোটারদের নিয়ে বিষয়টি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে গড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ২৭.১৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে ২২ লক্ষেরও বেশি ভোটার নাম পুনর্বহালের আবেদন করেছেন।

আর একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক।

গত বছর অক্টোবর মাসের শেষ দিককার কথা।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এক বন্ধনীতে ফেলে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যে ভাবে বাংলাকে অসম্মান করতে ভোট পরবর্তী হিংসার কথা বলা হয়েছিল, সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যা রটানো হয়েছিল, যে ভাবে বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বন্ধ রেখেছে দিল্লি, সেভাবেই বাংলার মানুষকে আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত এবং বিপন্ন করতে এসআইআর করা হচ্ছে।

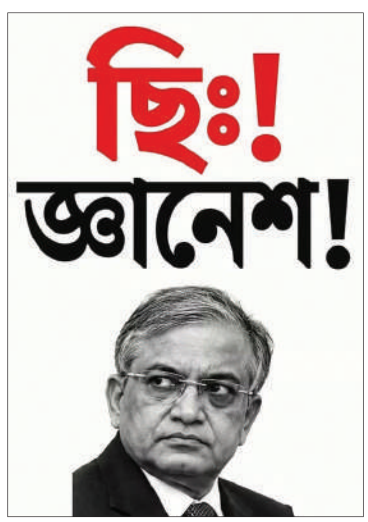

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে 'বিজেপির সহকারী সংস্থা' বলে নিশানা করেছিলেন অভিষেক।

২০০২ সালের এসআইআর-কে 'সূচক' হিসাবে ধরছিল কমিশন। সেই সূত্রেই অভিষেক প্রশ্ন করেন, ''২০০২ সালে এসআইআর হয়েছিল দু'বছর সময় নিয়ে। এখন কমিশনের কাছে কোন জাদুকাঠি রয়েছে যে, ৮০ হাজার বুথে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে দু'মাসে পৌঁছে যাবে তারা?'' তবে ২৩ বছর আগের পরিস্থিতির চেয়ে এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। প্রযুক্তিগত উন্নতি মানুষের জীবন আমূল পাল্টে দিয়েছে। অভিষেক তারও উল্লেখ করে বলেন, ''কমিশন প্রযুক্তির মাধ্যমে সব করলে তো তার আগে ভোটার তালিকা ডিজিটাল করে রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া উচিত। সেটা করছে না কেন?'' তিনি অভিযোগ করেন, ''এত দিন পর্যন্ত দেশের মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার নির্বাচন করতেন। এখন বিজেপির সরকার নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে পছন্দ মতো ভোটার চিহ্নিত করছে।''

সেদিন যাঁরা পাঁচিলে বসে মজা দেখছিলেন, তাঁদের মনে হয়েছিল, অভিষেক নেহাতই রাজনৈতিক নেতাসুলভ অভিযোগ আনছেন।

কিন্তু আজ!

সেদিনের অভিযোগ আজ সত্যি বলে প্রমাণিত।

এখন!

আজ তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেনই, "যে প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়নে পদে বসবে, সে তো প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির জন্যই কাজ করবে। এটা তো স্পষ্ট। সুতরাং আজকে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এলওসি জারি করা উচিত জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে, যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে। বাংলার অভিশাপ লেগে গিয়েছে।"

একথা তো আজ তাঁর মুখেই সাজে।

মনে পড়ে এবছরের প্রথম দিনটার কথা?

১ জানুয়ারি, ২০২৬?

অমিত শাহ তখন কলকাতায় আর দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্ঞানেশ কুমারের ফুল টিমের সঙ্গে বৈঠক করে অভিষেক-সহ তৃণমূলের ১০ সাংসদের প্রতিনিধি দল। প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা ধরে চলে বৈঠক।

জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে অভিষেকের একাধিক বিষয়ে মতের অমিল হয়। তাঁর একাধিক প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আলোচনা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছয়, অভিষেকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার। তখন অভিষেক বলেন, "আমার রাজ্যের মানুষের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা নির্বাচিত। আপনি মনোনীত। আপনাকে আমার প্রভুর কাছে শুধু জবাবদিহি করতে হয়।" আঙুল নীচে নামিয়ে কথা বলুন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনার সময় অভিষেক বলেছিলেন, "উনি (জ্ঞানেশ) ভেবেছিলেন, হয়তো উনি যা বলবেন, আমরা তা শুনে নেব।" তিনি চ্যালেঞ্জ করেও বলেন, যদি হিম্মত থাকলে, তাহলে কমিশন বৈঠকের সেই সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনুক।

না! সিসিটিভির ফুটেজ সামনে আনার মুরোদ আজও জ্ঞানেশ কুমারের হয়নি।

কিন্তু আজ গোটা ভারত তর্জনী তুলে বলছে জ্ঞানেশ কুমারকে, "গ্রেফতারির কথা শুনে কিংবা সরকার বদল হলে আপনি দেশ ছেড়ে পালাবেন না। যেখানেই যান খুঁড়ে বার করে আনব। মনে রাখবেন, সারাজীবন বিজেপি থাকবে না।''

শুনতে পাচ্ছেন বিজেপির দালাল ভ্যানিশকুমার!

এখনও কেন গ্রেফতার হচ্ছেন না এই লোকটা?

তথ্য-প্রমাণ ছাড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলে এবার আর্থিক জরিমানা করার হুঁশিয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের

রাইটার্স বিল্ডিং এবার আদানির জিম্মায়

উন্নয়নের মোড়কে বাঙালির ঐতিহ্য নিলামের জোড়া চুক্তি

প্রতিবেদন : বিনিয়োগের গালভরা প্রতিশ্রুতির আড়ালে কি এবার সুকৌশলে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বাঙালির আবেগ ও নিজস্ব সত্তা? নিউটাউনে হাসপাতাল নির্মাণের চমকের আড়ালে যে নিঃশব্দ কর্পোরেট আগ্রাসনের নীল নকশা তৈরি হয়েছে, তা স্পষ্ট হল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায়। বৃহস্পতিবার ওই অনুষ্ঠানে আদানি গ্রুপের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে দুটি নতুন মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা বাংলার ইতিহাসে এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম চুক্তিটি হল রাজ্যের ঐতিহাসিক প্রশাসনিক সদর দফতর 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এর সংস্কার, এবং দ্বিতীয়টি বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো ও কুমারটুলি ঘাটের পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত। ক্ষুরধার যুক্তিতে এই জোড়া চুক্তির ময়নাতদন্ত করলে কর্পোরেট আগ্রাসনের এক অত্যন্ত আগ্রাসী রূপ বেরিয়ে আসে।

রাইটার্স ভবন নিছক একটি ইমারত নয়; এটি বাংলার শাসনযন্ত্রের হৃৎপিণ্ড, শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস এবং প্রশাসনিক মর্যাদার সর্বোচ্চ প্রতীক। সেই হেরিটেজ ভবনের সংস্কারের ভার একটি বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ ঠিক কী? একটি নির্বাচিত সরকার কি এতটাই দেউলিয়া যে নিজেদের ঐতিহাসিক সচিবালয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের কর্পোরেট অনুকম্পার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে? নাকি 'হেরিটেজ সংস্কার'-এর মোড়কে রাজ্যের প্রশাসনিক অলিন্দে কর্পোরেট আধিপত্য কায়েমের এই এক সূচতুর প্রথম পদক্ষেপ? আজ রাইটার্স ভবনের সংস্কারের চুক্তি হচ্ছে, কাল কি তবে সরকারি নথিপত্র এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের রাশও চলে যাবে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রকদের হাতে?

আগ্রাসন এখানেই থেমে নেই। যে দুর্গাপুজো এবং কুমারটুলি বাংলার নিজস্ব মাটি, ঘাম ও আবেগের ফসল, সেখানেও এবার আদানির প্রাতিষ্ঠানিক অনুপ্রবেশ ঘটতে চলেছে।

পরিকাঠামো বা শিল্পায়নের নামে রাজ্যের বন্দর বা লজিস্টিক হাব তুলে দেওয়া এক জিনিস, আর রাজ্যের প্রশাসনিক প্রতীক ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে কর্পোরেট সংস্থার হাতে ইজারা দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা। বিনিয়োগ টানার নামে রাজ্যের সরকার যেভাবে বাংলার আত্মাকে কর্পোরেট পুঁজির পায়ে সমর্পণ করছেন, তা এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। প্রশ্ন উঠছে, বিপুল আর্থিক বিনিয়োগের টোপ দিয়ে কি তবে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সস্তায় কিনে নিল কর্পোরেট গোষ্ঠী? বাংলার মানুষ কি এই মেকি উন্নয়নের ফাঁদে নিজেদের আত্মসম্মান ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবে?

খাম নিয়ে হাইকোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে কমিশন

প্রতিবেদন : সবসময় এমন ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেন নেন? বিচার ব্যবস্থাকে চিমটি কাটতে কি এই সিদ্ধান্ত? খাম প্রতীক বিতর্কে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা কলকাতা হাইকোর্টের। এদিন আদালতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। রাজ্যে উপনির্বাচনে খাম প্রতীক নিয়ে চলছে দড়ি-টানাটানি। সেই মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। এই প্রতীক আগে থেকেই আইএসএফের কাছে ছিল। সব জেনেশুনে নির্বাচন কমিশন এরকম ভুল কী করে করতে পারে? প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট।

বিচারপতি রাও প্রশ্ন তোলেন, অন্য দলের মতো কেন আপনারা উপনির্বাচনে এটা ফ্রিজ রাখলেন না? কমিশনের উচিত নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করা। যে প্রতীক একটি দল মাত্র চার মাস আগে ব্যবহার করেছিল, সেটা বদলে গেল? এখন রুল আইন দেখাচ্ছেন!

পাশাপাশি প্রতীক নিয়ে আগে কেন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি? শুক্রবার সেই উত্তর জানাতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একই প্রতীক একাধিক দলকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে কমিশনকে কৌশলে রাজ্যের শাসক দলকেই সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে না? কারণ প্রতীক নিয়ে এইভাবে ইচ্ছাকৃত গোলমাল পাকিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এমনই অভিযোগ করছে রাজ্যের বিরোধীরা।

এমনিতেই ভোট চুরি করেছেন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কাঁড়ি কাঁড়ি দুর্নীতির প্রমাণ মিলছে। এরই মধ্যে গোয়াতেও এসআইআরের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন। একটি রিপোর্টের দাবি, স্থানীয় ইআরও যোগ্য বলে ছাড়পত্র দেওয়া সত্ত্বেও ৯৭ জন যোগ্য ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পায়নি।

জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারি-ইস্তফা চেয়ে বসিরহাটে বিক্ষোভ-মিছিল

সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারি ও এসআইআর বন্ধ করার দাবিতে বসিরহাটে বিক্ষোভ-মিছিল। বৃহস্পতিবার।

সংবাদদাতা, বসিরহাট : দেশজুড়ে এসআইআর বিতর্কের আঁচ এবার বসিরহাটেও। বৃহস্পতিবার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতার ও পদত্যাগের দাবিতে টাউন হল চত্বর থেকে মিছিল বের করেন আন্দোলনকারীরা। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে কমিশনের বিরুদ্ধে পথে নামেন একদল ভোটার। হাতে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ করেন।

তাঁদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ও বৈধ ভোটারদের নাম নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকারই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অনিয়মের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেন তাঁরা।

এসআইআর-কে ঘিরে ভোটার তালিকা সংশোধন, নাম বাদ পড়া এবং আপিলের নিষ্পত্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও নাগরিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আন্দোলনকারী ভোট সুরক্ষা সমন্বয় কমিটির সদস্য অজয় বাইন বলেন, এসআইআর-এর কারণে বহু বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যাঁদের নাম নিয়ে এখনও ট্রাইব্যুনালে বিচার চলছে, তাঁদের দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও গ্রেফতারের দাবিতেই আমাদের এই আন্দোলন।

সপ্তগ্রামে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সংবাদদাতা, হুগলি : অন্য বিধানসভায় কেন এসেছেন বিধায়ক? প্রশ্ন তুলে চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়কের সঙ্গী এক পঞ্চায়েত সদস্যকে সপ্তগ্রামে মারধর। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনায় অস্বস্তিতে বিজেপি। মারধরের ওই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে স্থানীয় বিজেপির অন্দরে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। ঘটনার শুরু একটি কীর্তনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে। বাঁশবেড়িয়া স্টেশনের কাছে একটি বাড়িতে কীর্তনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। অভিযোগ, সপ্তগ্রামের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সম্পাদক দলবল নিয়ে সেখানে চড়াও হন। দলীয় কার্যালয়ের সামনে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, স্বরাজকে না জানিয়ে বিধায়ক কেন সেখানে এসেছেন, সেই প্রশ্ন তোলেন রানারা। এর পর শ্রীকান্তকে মারধর করা হয়। ভিডিওয় পুলিশকে ওই সম্পাদককে আড়াল করার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে।

বিজেপির অন্দরে এরকম দ্বন্দ্ব নতুন নয়। এদিনের ঘটনা সেই পুরনো বিবাদকে ফের প্রকাশ্যে এনে দিল বলেই মনে করছেন দলের একাংশ।

এখনও শক্তিশালী নিম্নচাপ দক্ষিণে প্রায় দু'শো মিমি বৃষ্টি

বানভাসি শহর। ওপরে বৃহস্পতিবার দুপুরে আমহার্স্ট স্ট্রিট। নিচে কলেজ স্ট্রিট।

প্রতিবেদন : সাগরে এখনও শক্তিশালী নিম্নচাপ। যার জেরে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ঝড়বৃষ্টি চলছে। শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সর্তকতা জারি করা হয়। প্রায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। কলকাতা, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা— এই জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সর্তকতা জারি করা হয়। পুরুলিয়া এবং বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও হাওড়াতেও ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি ছিল। শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে ভারী বৃষ্টি হবে। শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলে আভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে শুক্র ও শনিবার। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে।

রাজ্য
25 September, 2026 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুলিশের উর্দি পরেই হাজির হয়েছিলেন বিজেপির মঞ্চে। অবশেষে চাপে পড়ে বামুনগাছি ফাঁড়ির ওসি সুজিত দে'কে ক্লোজ করল প্রশাসন

হাসপাতালের নামেই যখন মন্দির বিনামূল্যে চিকিৎসাও হোক : কুণাল

প্রতিবেদন: হাসপাতালের নামে যদি মন্দির শব্দটি থাকে, তাহলে বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো হোক। এতে গরিব মানুষেরাও উপকৃত হবে। আদানি গোষ্ঠীর আরোগ্য মন্দির হাসপাতাল নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের।

এদিন তৃণমূল বিধায়ক বলেন, মন্দির মানে যেখানে মানুষ পুজো করতে যান। আশা করব আরোগ্য মন্দির যদি নাম হয় তাহলে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেখানে দেওয়া হবে। ওখান থেকে কোন টাকা নেওয়া যাবে না সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে। সেবামূলক ভাবে করতে হবে। গরিব মানুষ মন্দিরে যায় দেবতার কাছে। মন্দিরের কোনও বিল হয় না। ফলে আরোগ্য মন্দির যদি নাম হয় তাহলে আমরা গৌতম আদানিকে অনুরোধ করব সেটা বাংলার গরিব মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হোক।

আসলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে জটিল থেকে জটিলতম রোগের চিকিৎসা, সাজারি হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় হাসপাতালে চিকিৎসাতে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। নতুন সরকার এসে

সরকারি হাসপাতালগুলিকে অবহেলা করে আদানির বেসরকারি হাসপাতালে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে চিকিৎসার নামে যেন ব্যবসা ফেঁদে না বসে।

একইসঙ্গে তাঁর এও মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলেও গৌতম আদানি বাংলায় এসে বিনিয়োগের কথা বলেছিলেন, শিল্পনীতির প্রশংসা করেছিলেন। ফলে এখনকার ঘোষণা একেবারেই নতুন নয়।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস থেকে গাঁজা উদ্ধার

সংবাদদাতা, হাওড়া: পুরী-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার ৪২ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা। কীভাবে হাই-সিকিউরিটি প্রিমিয়াম ট্রেনে এই ধরনের মাদক পাচার হচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আতঙ্কিত যাত্রীরা। এর পাশাপাশি ট্রেনের নিরাপত্তা নিয়েও উঠে গেল বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। এমনকী পাচারকারীদের কাউকে ধরতে ব্যর্থ রেল পুলিশ। বুধবার রাতে ট্রেনটি হাওড়া স্টেশনে আসার পর সাফাইয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সাফাইকর্মীরা ট্রেনের ভিতরে চারটি ব্যাগ ভর্তি গাঁজা দেখতে পান।

দেশে প্রথম অভিযোগ দিল্লির থানায়

(প্রথম পাতার পর) জানতে চাওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলার প্রায় ৩৩ লক্ষ বৈধ ভোটারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন যে মামলা বা আপিল দায়ের করেছিল, সে বিষয়ে দুই কমিশনার সান্ধু ও জোশীকে বিন্দুমাত্র জানানো হয়নি। কার নির্দেশে এই আপিল করা হল— তা নিয়ে অন্য দুই কমিশনার লিখিত প্রশ্ন করলেও সিইসি তার কোনও উত্তর দেননি। এই প্রসঙ্গে মহুয়া প্রশ্ন তোলেন, ২০২৩ সালে কেন্দ্র সরকারের পাশ করেছিল 'আইনি সুরক্ষাকবচ' আইন। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল আইনি সুরক্ষা কেবল কমিশনের যৌথ ও সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই কমিশনারের লিখিত বিরোধিতা ও নথিভুক্ত মতামতকে অগ্রাহ্য করে সিইসি একা যে সব 'বেআইনি ও ভুয়ো' সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার ক্ষেত্রে কোনও সুরক্ষাকবচ কার্যকর হতে পারে না।

তৃতীয়ত, জ্ঞানেশ কুমার কমিশনের ডিজি (আইটি) সীমা খান্নাকে সঙ্গে নিয়ে ভোটার তালিকায় কারচুপি করেছেন। বুথ স্তরের কর্মকর্তারা (ইআরও) নথিপত্র যাচাই করে যাঁদের নাম ভোটার হিসেবে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের নামই ভোটার তোলিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য এখন প্রকাশ্যে এসেছে। জ্ঞানেশ কুমার যেটা করেছেন সেটা একেবারেই বৈধ নয়।

অভিষেক হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন

(প্রথম পাতার পর) দেওয়ার কথিত ষড়যন্ত্র নিয়ে এটি গুরুতর সব প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে। বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যাবে না। ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। নীরব থাকলেও হবে না। জবাব দিতেই হবে। দেশবাসীর কাছে জ্ঞানেশ কুমার ও ভারতের প্রধান বিচারপতিকে বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ভারতবর্ষ প্রশ্ন তুলছে। জবাব চাইছে। প্রস্তুত হোন।

যে স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে, পর্যবেক্ষকেরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে এক পর্যবেক্ষক বলছেন, একটা বিষয় বুঝতে পারছি না। আমাদের সবকিছু দেখতে বলা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করা হচ্ছে। আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টা স্পষ্ট করুক নির্বাচন কমিশন। আমার তো মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন প্রতারণা করছে। এক পর্যবেক্ষক তো নির্বাচন কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। স্পষ্ট বলেছেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনার চাই। এই কমিশনার নিরপেক্ষ নন।

প্রসঙ্গত, এসআইআরের নামে পশ্চিমবঙ্গে বৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বাদ গিয়েছিল ৩০ লক্ষের বেশি নাম। তৃণমূল নেত্রী বুধবারই বলেছেন, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে যে ভোটার তালিকা ছিল সেই তালিকা অনুযায়ী ফের ভোট করা হোক। সঙ্গে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেফতারির কথা বলেছেন নেত্রী। বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যবেক্ষকদের স্ক্রিনশট প্রকাশ্যে আনলেন। যা স্পষ্ট করে দিল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কারচুপি করেছিল কমিশন।

মিলন প্রধানের জামিন মামলায় আদালতে ভর্ৎসিত রাজ্য

প্রতিবেদন : নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশের পরও তা না মানায় কার্যত ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের মন্তব্য, এটা অবাক লেগেছে ২০০৭ সালে অভিযোগ আর উনিশ বছর পর তদন্তকারী অফিসার পদক্ষেপ নিলেন! শুধু তাই নয়, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, যে ছটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া কোনও পদক্ষেপ নেবেন না। বিচারপতি মন্তব্য করেন, মিলন প্রধানকে নির্বাচনে লড়তে দিন। আমি অন্তর্বর্তী জামিন দিচ্ছি। বিচারপতির আরও পর্যবেক্ষণ, "নির্বাচনে অংশ নিক, বাকিটা মামলার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে।

যদিও এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।

বুধবারই হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল যে ৬টি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আর বাকি মামলা নেই। অর্থাৎ মোট ১১টি মামলার মধ্যে ৫টি মামলা রাজ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে আদালতকে আশ্বস্ত করেন রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার। তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, তাহলে মিলন প্রধান যে ৫টি মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন তাতে আর অন্তর্বর্তী নির্দেশের প্রয়োজন নেই। তবে আদালত এও স্পষ্ট করে দেয়, ইচ্ছে খুশিমতো মামলা করা যাবে না। নতুন করে মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে হলে তা তদন্ত করে করতে হবে। কিন্তু অভিযোগ, আদালতের এই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। যা নিয়ে এদিন ফের মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। মিলনের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও মিলন প্রধানকে খেজুরির একটি মামলায় শ্যোন অ্যারেস্ট করা হয় বলে অভিযোগ। সেটি নতুন অভিযোগ। অথচ আগের দিন এবিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। বিজেপি সরকার অত্যাচারের চরম পর্যায় চলে গিয়েছে। যদিও বিচারপতি বলেন, না আমরা কোনও রিপোর্ট পাইনি। তাহলে উল্লেখ হত। বিচারপতির আরও মন্তব্য, ২০০৭ এর অভিযোগ। ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট ছিল, এত বছর কী করছিলেন? বিচারপতি ভট্টাচার্যর নির্দেশ, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া খেজুরি মামলায় আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। এদিকে এদিন মিলন প্রধানের জামিনের আবেদন শুনানির জন্য ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে।

বাঙালির বারোয়ারি

(প্রথম পাতার পর) গ্রুপের নিজস্ব বিজ্ঞপ্তি থেকেই স্পষ্ট, 'দুর্গাপুজো আদানি প্রিভিউ ২০২৬'-এর মাধ্যমে ৮টি পুজো কমিটিকে ২৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিপুল আর্থিক টোপের বিনিময়ে সুকৌশলে খর্ব করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের অধিকার। নিয়ম অনুযায়ী, উৎসবের প্রাইম টাইমে অর্থাৎ ১০ থেকে ১২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত নির্বাচিত পুজোগুলিতে প্রবেশাধিকার অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে কেবল 'সিঙ্গল এন্ট্রি' বা একক প্রবেশের অধিকার চালু করা হবে। অর্থাৎ কর্পোরেটে অনুদানের টাকায় বাংলার পুজো মণ্ডপ পরিণত হতে চলেছে ভিআইপি লাউঞ্জে, যেখানে নিজেদের উৎসব থেকেই কার্যত দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে সাধারণ দর্শককে। সাংস্কৃতিক দখলিকরণের এই আগ্রাসন এখানেই থেমে নেই, তা আঘাত হানছে বাংলার নিজস্ব মেধাস্বত্বেও। কর্পোরেটে সংস্থাটি জানিয়েছে, নির্বাচিত পুজোর শিল্পকর্মগুলি ভবিষ্যতে আদানি গ্রুপের বিভিন্ন মিউজিয়াম, আর্ট এগজিবিশন বা বিয়েনালেতে প্রদর্শন করা হতে পারে। এটি নিছক শিল্প-পৃষ্ঠপোষকতা নয়, বরং বাংলার নিজস্ব মৃৎশিল্পী, কুমারটুলির কারিগর এবং পুজো কমিটিগুলোর ঘাম ও সৃজনশীলতাকে সস্তায় কিনে কর্পোরেট ব্র্যান্ডিংয়ের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করার এক আগ্রাসী প্রক্রিয়া। খোদ সরকারের সাহায্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করে পুজোয় এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাটা সর্বজনীন উৎসবের মূল দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রশ্ন উঠছে, আর্থিক বিনিয়োগের দোহাই দিয়ে কি তবে বাঙালির ইতিহাস, আবেগ ও সংস্কৃতিকে সস্তায় কিনে নিল এই কর্পোরেট গোষ্ঠী? ২৫ লক্ষ টাকার প্যাকেজের বিনিময়ে বাংলার পুজো কমিটিগুলি নিজেদের 'বারোয়ারি' স্বাধীনতাকে বিক্রি করে দেবে কি না, সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

ডেড লাইন ৪৮ ঘণ্টা

(প্রথম পাতার পর) নামবে। জ্ঞানেশ কুমারকে দেশের সব থেকে বড় দেশ বিরোধী বলেও চিহ্নিত করেছেন অভিজিৎ। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, নির্দিষ্ট কারও স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্য জ্ঞানেশ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এসআইআরের নামে মহারাষ্ট্রে ২ কোটি, উত্তরপ্রদেশে ২ কোটি, পশ্চিমবঙ্গে ৯০ লক্ষ, কেরলে ২৪ লক্ষ, দিল্লিতে ৪৭ লক্ষ, তামিলনাড়ুতে ৯৭ লক্ষ, কর্নাটকে ১ কোটি, তেলেঙ্গানায় ৭৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। হিসেব করলে দেখা যাবে গোটা দেশে ১৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে অভিজিৎ বলেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এনডিএ-র প্রাপ্ত মোট ভোটের সঙ্গে বিরোধী ভোটের ফারাক ছিল মাত্র ২ শতাংশ। এর পরই মাথা ঘুরে যায় নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের। তার পর থেকেই জ্ঞানেশ কুমারের 'অপারেশন' শুরু হয়। যেসব রাজ্যে স্থানীয় দলগুলি ক্ষমতায় রয়েছে সেসব রাজ্য ধরে ধরে ভোটার তালিকা থেকে নির্বিচারে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, বিহার, তেলেঙ্গানা, কর্নাটকে একই প্যাটার্নে কাজ করেছে টিম জ্ঞানেশ কুমার।

এদিন আরও চমকপ্রদ তথ্য সাংবাদিকদের সামনে আনেন অভিজিৎ দীপকেরা। তিনি বলেন, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সকল নেতা-নেত্রী মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করছেন তাঁদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছিল। তথ্য দিয়ে অভিজিৎ বলেন, লক্ষ্য করলে দেখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্রে ৫১ হাজার ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। যেখানে তিনি পরাজিত হলেন ১৫ হাজার ভোটে! এম কে স্ট্যালিনের কেন্দ্রে বাদ দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ভোটারের নাম। যেখানে তিনি পরাজিত হলেন ৯ হাজার ভোটে! অরবিন্দ কেজরিয়ালের কেন্দ্রে বাদ দেওয়া হয়েছিল ৪০ হাজার ভোটারের নাম। যেখানে তিনি পরাজিত হলেন ৪ হাজার ভোটে!

সিজেপি-র সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস এদিন তিনটি দাবি পেশ করেছেন। ১. মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) পদত্যাগ, ২. জ্ঞানেশ কুমার এবং তাঁকে যারা নির্দেশ দিয়েছিল বলে অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করা, ৩. আসন্ন সমস্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা। সিজেপি আরও দাবি করেছে যে, ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা ফিরিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ এসআইআরের ফলে যে ১৩ কোটির বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের নাম ফেরানোর দাবিও তোলা হয়েছে। পাশাপাশি সিজেপি-র দাবি, এসআইআর-সংক্রান্ত ফাইলগুলি সুপ্রিম কোর্টের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির হেফাজতে রাখতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ-সংক্রান্ত আইন বাতিল করতে হবে।

সিজেপি আরও অভিযোগ করেছে যে, জ্ঞানেশ কুমার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিজেপির ভোট শতাংশ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মহারাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে অভিজিৎ দীপকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চরম জনপ্রিয়তার কালেও মহারাষ্ট্রে বিজেপি এমন ভোট শতাংশ অর্জন করতে পারেনি, যা জ্ঞানেশ কুমার দায়িত্ব নেওয়ার পর পেয়েছে! যখন গোটা দেশে মোদি তথা বিজেপি-র জনপ্রিয়তা কমছে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, জ্ঞানেশ কুমার এই ভোট শতাংশ বাড়ানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন, যা খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদিও করতে পারেননি!

অভিজিৎ দীপকে সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, জ্ঞানেশ কুমার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশেই কাজ করছেন। সিজেপি-র সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রক্ষা বলেন, 'পথে নামার' সময় এসেছে। তিনি জেন জি ও অন্যান্য সংগঠন বা গোষ্ঠীগুলিকে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

25 September, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

আগ্নেয়াস্ত্র সহ একাধিক ধারালো অস্ত্র। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে রতনপুর এলাকায় এই অভিযান চালায় সামসি ফাঁড়ির পুলিশ

মেলেনি অন্নপূর্ণার টাকা, বিডিও অফিসে তালা ঝোলালেন মহিলারা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে হাজারো সমস্যা। জুন মাস থেকে এই ভাতার টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই একের পর এক অভিযোগ আসছে প্রতিদিন। মহিলাই পাচ্ছেন না টাকা। বিজেপির ভাঁওতা প্রকল্প বলে গর্জে উঠেছেন রাজ্যের মহিলারা। এবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না মেলায় মাটিয়ালি বিডিও অফিসে তালা ঝোলালেন ক্ষুব্ধ মহিলারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কিছু মহিলা বিডিও অফিসে এসে প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। তাদের মূল অভিযোগ, অফলাইন ও অনলাইনে

তালা ঝুলছে মাটিয়ালির বিডিও অফিসে।

সমস্ত নিয়ম মেনে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও তারা এখনও কোনও আর্থিক সাহায্য পাননি। অথচ একই সময়ে আবেদন করা এলাকার অন্য মহিলারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। বঞ্চনার শিকার হয়েই তারা এই ক্ষোভের পথ বেছে নেন। এদিকে, বিডিও অফিসে তালা লাগানোর খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা আন্দোলনকারী মহিলাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। এরপরেই মহিলারা নিজেরাই গেটের তালা খুলে দেন। তবে প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে বঞ্চনার শিকার মহিলাদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পৌঁছালে আগামী দিনে আরও বড় ও তীব্র আন্দোলনের পথে নামবেন তাঁরা।

ধসে বিপর্যস্ত পশ্চিম সিকিম আটকে রয়েছেন পর্যটকরা

প্রতিবেদন : টানা বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গে ও সিকিমে। এবার ধস নামল পশ্চিম সিকিমে। ইয়ুকসোম-তাশিডিং বিধানসভা এলাকার রিম্বি গ্রামে নতুন করে ধস নামায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কাদা, পাথর, মাটি-জলের স্রোত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। সেই ধসের গতিপথ ক্রমশ রিম্বি গ্রামের দিকে ঘুরে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি ধসে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পূর্বাভাস বলছে, উত্তরবঙ্গ, সিকিমে এখনই থামছে না বৃষ্টি। তাতেই উদ্বেগ বেড়েছে প্রশাসন এবং স্থানীয়দের। পাহাড়ের ঢালে মাটি এখনও নড়াচড়া করছে। তাই স্থানীয়দের আশঙ্কা, যে কোনও সময় আরও বড় ধস নামতে পারে। এভাবে বৃষ্টি চললে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। ধসের পথে থাকা বেশ কয়েকটি বাড়ি ধুলোয় মিশে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন বাসিন্দা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছেন। ধসের নতুন অংশে পাহাড়ের ওপর থেকে বড় বড় পাথর ও মাটি যেভাবে আচমকা গড়িয়ে আসতে দেখা গিয়েছে, তাতে যে কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিতে পারে। পাহাড়ের ঢালে মাটির নড়াচড়া এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং লাগাতার বৃষ্টি চলতে থাকায় মাটি আরও আলগা হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, বৃষ্টি থামার লক্ষণ না-থাকলে খুব শীঘ্রই আরও বড় মাপের ধস নামতে পারে, যা সমগ্র গ্রামের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাড়ি সরাসরি ধসের সম্ভাব্য আঘাত হানার পরিসরের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। কাদা ও ধ্বংসাবশেষের স্রোত আরও নীচে নেমে এলে এই ঘরবাড়িগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে জীবনের ঝুঁকি না-নিয়ে অনেক পরিবার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে শুরু করেছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মূল্যবান নথি ও গবাদিপশু সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। তবে নিজেদের ভিটেমাটি এবং স্থাবর সম্পত্তি হারানোর আশঙ্কায় প্রহর গুনছে প্রতিটি পরিবার।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন নির্মাণ, বন্ধ করলেন স্থানীয়রা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ন্যায়ের বুলি আওড়ানো লুটেরা বিজেপি সরকারের আমলে একের পর এক দুর্নীতি। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের বলঞ্চা এলাকায়। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা নির্মাণকাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বলঞ্চায় একটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন তৈরির কাজ চলছিল। বৃহস্পতিবার নির্মাণস্থলে গিয়ে কাজ আটকে দেন বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকী, নির্মাণস্থলে কাজের বিবরণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য বোর্ডও লাগানো হয়নি। এর আগে ঠিকাদারকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উল্টে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বলে

প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ।

অভিযোগ। এদিন ফের কাজ শুরু হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। প্রশাসনের আধিকারিকরা এসে কাজের গুণগত মান খতিয়ে না দেখা পর্যন্ত কাজ এগোতে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। ঘটনা প্রসঙ্গে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, চাঞ্চল্যকরভাবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরাও।

যাবজ্জীবন সাজা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পড়ানোর নাম করে টিউশন থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি পকসো আদালত। বৃহস্পতিবার মাত্র দুই বছরের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এই কড়া সাজা ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে দোষী শিক্ষককে এক লক্ষ টাকা জরিমানা এবং নিগৃহীতা ছাত্রীর পরিবারকে চার লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে। অভিযুক্ত শিক্ষক নিতাই বিশ্বাস ময়নাগুড়ি এলাকায় একটি টিউশন হোম চালাতেন। অভিযোগ, সেই টিউশন হোমে পড়ানোর নাম করে ওই ছাত্রীকে ডেকে পাঠানো হয়। এরপর জোরপূর্বক তাকে একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরই নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ অভিযুক্ত ইংরেজি শিক্ষক নিতাই বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে। নথিভুক্ত প্রমাণ এবং দীর্ঘ শুনানির পর, মাত্র নয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায়দান করেন।

ধূপগুড়িতে গৃহবধূ নৃশংস খুন অভিযুক্ত স্বামীর ফাঁসির শাস্তি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গৃহবধূ হত্যা মামলায় দৃষ্টান্তমূলক রায় দিল জলপাইগুড়ি আদালত। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মূল অভিযুক্তকে ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। একই সঙ্গে দুই নাবালক সন্তানের একুশ বছর বয়স পর্যন্ত ভরণপোষণ ও দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন এবং ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড ফোরামকে। চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি ধূপগুড়ি থানায় একটি চাঞ্চল্যকর খুনের মামলা রুজু হয়। এক গৃহবধূকে নির্মমভাবে হত্যার পর তদন্তে নামে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মামলার মূল অভিযুক্ত শ্রীকান্ত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর দীর্ঘ বিচারপর্ব, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তথ্যপ্রযুক্তির সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক অভিযুক্তকে ফাঁসির নির্দেশ দেন।

অভাব পিছনে ফেলে তিন ভাইবোনই আজ পুলিশ কনস্টেবল

কনক অধিকারী ● জলপাইগুড়ি

নুন আনতে পান্তা ফুরনোর সংসার। মাটির বাড়ির দেওয়াল বেয়ে চুঁয়ে পড়ে বৃষ্টির জল। এমনই অভাবের সংসারে সমস্ত প্রতিকূলতাকে হারিয়ে কনস্টেবল পদের পরীক্ষায় একসঙ্গে উত্তীর্ণ হল তিন ভাইবোন। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির ঘটনা। পরিবারের চরম আর্থিক অনটন দূর করতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছেন দিনমজুর বাবা-মা। চার ভাইবোনের এই সংসারে খাতা-কলম কেনার টাকা পর্যন্ত জুটত না অনেক সময়। এমনকী অনাহারেও কাটাতে হয়েছে বহু দিন। অভাবের তাড়নায় অবিনাশ রায়ের লড়াইটা ছিল আরও দীর্ঘ। সাইকেলে করে

ময়নাগুড়ির সফল তিন ভাইবোন।

কলেজ যাতায়াত এবং পড়াশোনার খরচ জোগাতে দিনভর টিউশন পড়াতেন তিনি। এর আগে ২০২০ সালের ডব্লিউবিপি, ২০২৩ সালের কলকাতা পুলিশ এবং সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) পরীক্ষাতে সামান্য নম্বরের জন্য স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাঁর। কিন্তু বারবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি অবিনাশ। পরিবারের মেজ ছেলে কমলেশ রায়কে বেছে নিতে হয়েছিল রাজমিস্ত্রির কাজ। তবুও পড়াশোনা ছাড়েননি তিনি। অন্যদিকে, বড় বোন পম্পা রায় ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি সংসার সামলে নিজের লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন। চরম দারিদ্রকে হার মানিয়ে তিন ভাইবোনের এই একসঙ্গে চাকরি পাওয়ার ঘটনা এখন অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে পুরো এলাকাবাসীকে।

ই সিগারেট উদ্ধার

ডুয়ার্স যেন দিন দিন পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে। বন্যপ্রাণীদের দেহাংশ, মাদক ও চোরাই বার্মিজ সেগুন কাঠের পর এবার ভারত-ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি থেকে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হল, ভারতে নিষিদ্ধ প্রায় দুই কোটি টাকার 'ই সিগারেট'। চিনে তৈরি ওই ই-সিগারেট মজুত করে রাখার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল কালচিনি থানার দক্ষিণ লতাবাড়ির একটি গোডাউনে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
25 September, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

প্রশাসনের প্রস্তুতি ছিল না, ভয়াবহ ভাঙন গিলে খাচ্ছে সব

প্রতি-রাত আতঙ্কে কাটছে সামশেরগঞ্জের মানুষের

প্রতিবেদন : পুজো এগিয়ে আসছে। অনেক জায়গাতেই মণ্ডপ বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে। বৃষ্টি সত্ত্বেও পটুয়াপাড়ায় প্রতিমা নির্মাণের ব্যস্ততা তুঙ্গে। অথচ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ড সবার মনে বিষাদের সুর। কারণ বিরূপ প্রকৃতি। গঙ্গায় জল বেড়ে কূল ভাঙছে, তার জেরে তলিয়ে যাচ্ছে বাড়িঘর। মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন স্কুলবাড়ি বা উঁচু জায়গায়।

চাচণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চাচণ্ড গ্রামের গঙ্গাতীরে প্রায় সাত বছর আগে গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে গড়ে তুলেছিলেন একটি কালীমন্দির। সেই মন্দির ঘিরেই আবর্তিত হত গ্রামবাসীদের যাবতীয় কাজকর্ম। সেখানে কালীপুজো তো হতই এমনকি সেখানে বসেই হত দুর্গাপুজোর পরিকল্পনা। সেই মন্দিরচত্বরে এখন বইছে গঙ্গার ধারা। ভয়াবহ ভাঙনে বছর খানেক আগেই মন্দিরটির অধিকাংশ নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। যে বেদিতে প্রদীপ জ্বলত, তা আজ জলের তলায়। মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে নদী কেড়ে নিয়েছে গ্রামের মানুষের স্মৃতি, আবেগ আর একসঙ্গে থাকার ঠিকানা। শুধু মন্দির নয়, গঙ্গা ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে একের পর এক বাড়ি, রাস্তা, চাষের জমি। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ দিনমজুর। কেউবা বিড়ি শ্রমিক। আবার অনেকে আছেন যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। এঁদের অনেকেই ভিটে হারিয়ে অন্যের জমিতে ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছেন। রাত কাটছে বিনিদ্র। এই বুঝি গঙ্গা এসে পড়ল ঘাড়ে। আতঙ্কে রাতে আর ঘুম আসে না। সবচেয়ে অসহায় অবস্থা শিশুদের। তারা খেলা ভুলে গিয়েছে, পড়াশোনাও বন্ধের মুখে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নতুন রাজ্য সরকার আগাম কোনও প্রস্তুতি নেয়নি। প্রশাসন শুধু নদীর পাড়ে বালির বস্তা ফেলে দায় সারছে। স্রোতের ধাক্কায় সেই বস্তা ভেসে যাচ্ছে। ফলে এই বালির বস্তা দেওয়াও যা না দেওয়াও তা। স্থায়ীভাবে বোল্ডার ফেলা হোক বা কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করা হোক। তা না হলে এই সর্বনাশা ভাঙন রোখা যাবে না। তাই উত্তর চাচণ্ডের মানুষের একটাই প্রার্থনা মাথাগোঁজার ঠাঁইটা যেন থাকে। সপরিবার যেন শান্তিতে থাকা যায়।

একতার বার্তা দিয়ে রেজিনগরে প্রচার-ঝড়

দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় সাংসদ সামিরুল ইসলাম, প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরি।

প্রচারে বেরিয়ে জনসংযোগে প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরি। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : সব কর্মীকে একজোট হয়ে চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। উপনির্বাচনে জয়ী হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। এই বার্তা দিয়েই রেজিনগরে প্রচার চলছে জোরকদমে। প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরির প্রচারে বৃহস্পতিবার রেজিনগরে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম। কাপাসডাঙায় কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা করেন তিনি। নির্বাচনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। কর্মীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার বার্তা দেন সাংসদ। বলেন, বিজেপির সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে থামানো যাবে না। এদিনই রেজিনগরের কাশীপুরে নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই উদ্বোধনে পৌঁছন প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরি। উদ্বোধন শেষে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। সারেন জনসংযোগও। এলাকার মানুষ জয়ধ্বনি দিয়ে প্রমাণ করেন জয় নিশ্চিত।

স্থানীয়দের চাপে আধুনিক লেভেল ক্রসিং

কর্ণসুবর্ণ-খাগড়াঘাট রোডে চার পড়ুয়ার মৃত্যু

প্রতিবেদন : রেলগেটে আধুনিক লেভেল ক্রসিং ছিল না। তার জেরেই চার স্কুলপড়ুয়ার প্রাণ যায় কর্ণসুবর্ণ ও খাগড়াঘাট রোডের মাঝে। তার পরেই উদাসীন ছিল রেল। কিন্তু স্থানীয়দের আন্দোলন ও চাপের মুখে পড়ে এ বার কর্ণসুবর্ণ ও খাগড়াঘাট রোডের মধ্যবর্তী তিনটি নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিংয়ে প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করল পূর্ব রেল। মুর্শিদাবাদের গোবিন্দপুর রেলগেটে লাইন পেরোতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় চার পড়ুয়া-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছিল প্রবল ক্ষোভ। তাঁরা রেলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে নামেন। তার জেরেই কর্ণসুবর্ণ ও খাগড়াঘাট রোডের মধ্যবর্তী তিনটি নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিংয়ে প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করল পূর্ব রেল। বুধবার থেকে ২৪/এ/২, ২৪/এ/৪ এবং ২৪/এ/৫ নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ে চালু হয়েছে 'এনআইএলসি অটো পিএন সিস্টেম'। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে রেল গেটের পরিস্থিতির উপর স্টেশন মাস্টার নজরদারি চালাতে পারবেন। বুধবার কর্ণসুবর্ণের কাছের একটি লেভেল ক্রসিং পরিদর্শন করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। গেট পরিচালনার পদ্ধতি, সুরক্ষাবিধি, জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় ইত্যাদি নিয়ে গেটম্যানের সঙ্গে কথা বলেন। গেট পরিচালনা এবং দায়িত্ব পালনে চরম সতর্ক থাকার উপর জোর দেন জেএম। নতুন ব্যবস্থায় গেটম্যানের সঙ্গে স্টেশন মাস্টারের পিএন-ভিত্তিক যোগাযোগ আরও সুনির্দিষ্ট হবে। পাশাপাশি বুম ও লিভার লক করা হয়েছে কি না, তা যাচাই করা যাবে।

অশীতিপর রেবা এখনও আঁকড়ে আছেন চালচিত্রশিল্পকে

প্রতিবেদন : কৃষ্ণনগরের পটুয়াপাড়ায় ষষ্ঠী পাল ছিলেন পরিচিত মুখ। শুধু প্রতিমা গড়াই নয়, চালচিত্র আঁকার কাজেও ষষ্ঠী ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই ষষ্ঠীই হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছিলেন স্ত্রী রেবাকে। ক্রমশ রেবাই হয়ে ওঠেন প্রতিমা ও চালচিত্র গড়ার অন্যতম সেরা কারিগর। স্বামী মারা গিয়েছেন প্রায় ২২ বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন শিল্পী ষষ্ঠী পাল। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন রেবা। স্বামীর শেখানো শিল্পকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন।

মাস পেরোলেই দুর্গাপুজো। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির কুমোরপাড়াতে ব্যস্ততা তুঙ্গে। বৃষ্টির বাধা সত্ত্বেও প্রতিমা তৈরির কাজ চলেছে পুরোদমে। প্রতিমার গায়ে রং পড়ছে, তৈরি হচ্ছে সাজসজ্জা, অলঙ্কার। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী চালচিত্র। সেই ব্যস্ততার শরিক রেবাও। বাস একচিলতে জীর্ণ ঘরে। উপরে টালির চাল। সেখান দিয়েও বৃষ্টির জল চুঁইয়ে নামে। কিছুই দমিয়ে দিতে পারে না অশীতিপর শিল্পী রেবা পালকে।

বয়সের ভারে শরীর কিছুটা শিথিল। তবে তুলির আঁচড়ে তার ছাপ নেই! সূক্ষ্ম রেখায় দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলছেন বাংলার চিরাচরিত চালচিত্রের নকশা। প্রায় পাঁচ দশক আগে স্বামীর হাত ধরেই চালচিত্র আঁকার কাজ শেখা। শুরুতে স্বামীকে সাহায্য করতেন। কিন্তু স্বামী নেই প্রায় ২২ বছর হয়ে গেল। তারপর থেকে স্বাধীনভাবেই কাজ করে চলেছেন। একসময় কলকাতার কুমোরটুলি থেকে বিধাননগর— বিভিন্ন জায়গায় নিজে গিয়ে পৌঁছে দিতেন নিজের আঁকা চালচিত্র। এখন আর পারেন না। এখন চালচিত্রের বাজার ভাল নয়। তবু রেবা আঁকড়ে আছেন বাংলার লুপ্তপ্রায় শিল্পকে।

পরকীয়া : খুঁটিতে বেঁধে হেনস্থা

প্রতিবেদন : স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তিন মাস আগে। তার মধ্যেই স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্ত। এমনই অভিযোগে এক মহিলা ও এক যুবককে খুঁটিতে বেঁধে রাখার অভিযোগ উঠল পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায়। দু'জনের মুখে চুনকালিও লেপে দেওয়া হয়েছে। পরে পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে। পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা জানান, তদন্ত চলছে। দুজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। চন্দ্রকোনা পুরসভার গোসাঁইবাজার জহরপুকুর এলাকার ঘটনা।

নিম্নচাপের প্রভাব ভালই পড়েছে উপকূলবর্তী জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে। মন্দারমণিতে সমুদ্রের জলস্তর বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। জল উঠে আসে উপকূলের অনেকটা অংশে

ভাগীরথীতে ভাঙনে তলিয়ে গেল বসতভিটে, আতঙ্কে বহু পরিবার

সংবাদদাতা, নদিয়া : বিজেপি সরকার বিরোধীদের যেখানে দমন নিপীড়ন করতেই ব্যস্ত সেখানে প্রকৃতির প্রকোপে অসহায় মানুষের অবস্থা সঙ্গিন। এবারের বর্ষায় গঙ্গা ও ভাগীরথীর ভাঙনের কবলে পড়ে বহু মানুষ ফিটে মাটি হারিয়েছে। ইতিমধ্যে ভাগীরথী নদীর ভয়াবহ ভাঙনে তলিয়ে গেছে ৮ থেকে ১০টি পরিবারের বসতভিটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শ্রীরামপুর এলাকায় ভাগীরথী নদীতে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়। রাতেই প্রায় পাঁচ বিঘা জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। আচমকা ভাঙনের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। অনেকেই

নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। বুধবার রাতের ঘটনার পর বারবার স্থানীয় মানুষের পক্ষে যোগাযোগের চেষ্টা করার পর অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শান্তিপুর ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। এত দেরিতে কেন তাঁরা এলেন তা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। চাপে পড়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। বসতভিটে হারানো স্থানীয় বাসিন্দা মনিকা বাগ বলেছেন, শুধু আশ্বাস দিলেই হবে না এই বিপদে তাদের পাশে থাকতে হবে এবং তাদের নতুন বাসস্থান তৈরির ব্যাপারে প্রশাসনকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

৩ টাকার আলু ১৫-য় ঠকছেন কৃষক ও ক্রেতা

প্রতিবেদন : হিমঘরে পড়ে রয়েছে আলু। কৃষকদের থেকে সেই আলু ৩ টাকা কেজি দরে কিনছেন মজুতদাররা। এই হিসাব দেখলে বাজারে আলুর দাম কম হওয়া উচিত। কিন্তু পাইকারী ব্যবসায়ীরা সেই আলু বাজারে বিক্রি করছেন ১৫ টাকা কিলো দরে। মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। অথচ কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না। দুই বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চিত্রটা এক। অথচ এ ব্যাপারে রাজ্যের খাদ্য দফতরের কোনও হুঁশ নেই। বিভিন্ন জায়গায় হোটেল, রেস্তোরাঁয় হানা দিচ্ছেন ফুড সেফটি দফতরের আধিকারিকরা। কিন্তু হিমঘরে তল্লাশি চালানোর মতো কেউ নেই। এতে ক্ষোভ বাড়ছে কৃষকদের মধ্যে। প্রশাসনও এই বিষয়ে কর্ণপাত করছে না। কৃষকরা বারবার অভিযোগ জানালেও শোনার কেউ নেই। আর এদিকে আলুর দাম ইচ্ছামতো বাড়িয়ে চলেছেন মজুতদাররা। গত পাঁচ মাস ধরে এই অব্যবস্থাই চলছে।

ঝাড়গ্রাম টর্নেডোয় লন্ডভন্ড

প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। ঝাড়গ্রামেও সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। মাঝেমাঝেই ঝেঁপে বৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলে আছড়ে পড়ে মিনি টর্নেডো। খোলা মাঠে প্রায় ১০ মিনিট ধরে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া ঘূর্ণির আকারে আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। যদিও মিনি টর্নেডোর ফলে ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইলে শুরু হয় হাওয়ার দাপট। চুনপাড়া, প্রতাপপুর ও তুঙ্গাধুয়া এলাকায় প্রচণ্ড বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে টর্নেডোর মতো ঘূর্ণি দেখা যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ফাঁকা এলাকা দিয়ে ওই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। ফলে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও কয়েকটি পুরনো গাছ ভেঙে পড়ে। অবশ্য বাড়িঘরের কোনও ক্ষতি হয়নি। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি এবার আস্তে আস্তে শক্তি হারাবে। শুক্রবার অবধি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির দাপট।

কালনায় পথশ্রী প্রকল্পের কাজ আটকে দিল বিজেপি

প্রতিবেদন : পথশ্রী প্রকল্পের কাজ আটকে দিল বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কালনা এলাকায়। সেখানকার এক জায়গায় পথশ্রী প্রকল্পের কাজ চলছিল। বৃহস্পতিবার কাজ চলাকালীন আচমকাই সেখানে হাজির হন স্থানীয় বিজেপি নেতা, কর্মী থেকে সমর্থকরা। এসেই কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। যে ঠিকাদার সংস্থা এই কাজের বরাত পেয়েছিল, তাদের সঙ্গে রীতিমতো খারাপ ব্যবহার করেন বিজেপি নেতারা। এমনকী পথশ্রী প্রকল্পের কাজ করতে থাকা কর্মীদের সঙ্গেও অত্যন্ত বাজে ভাষায় কথা বলেন বিজেপি কর্মীরা। উপযুক্ত নথি দেখালেও বিজেপি নেতৃত্ব তা মানতে নারাজ ছিল। এই ঘটনার পর স্থানীয় মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিজেপি নেতাদের এই কর্মকাণ্ডে বিরক্ত সকলেই।

বৃহস্পতিবারের এই ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এলাকার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এবং গ্রামীণ সড়ক পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করতে বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা জোরপূর্বক এই কাজ আটকে দিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব আরও বলেছে, গ্রামীণ এলাকার মানুষের এই ক্ষোভ ও বঞ্চনার জন্য সরাসরি শাসক দলই দায়ী।

মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি না লাগালে দেখে নেওয়ার হুমকি

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে অনুদান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামাফিক অনুদানের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা। যে যে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সরকারি অনুদান নিয়ে পুজো করবেন, তাঁদের মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকা বাধ্যতামূলক। এমনই নিদান দিলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি। সেই সঙ্গেই রাজনীতির ছত্রছায়ায় থাকলে অনুদান দেওয়ার সময় বিচার বিবেচনা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই নির্দেশ না মানলে পদক্ষেপ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

বুধবার বীরভূমের সাঁইথিয়ার রবীন্দ্র ভবনে বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটিকে নিয়ে একটি আলোচনাসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, সরকারি অনুদান নেওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি মণ্ডপে না টাঙানো হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতা। রাজনীতির আঙিনায় থাকলে পুজোয় অনুদানের ক্ষেত্রে সেই সব ক্লাবগুলিকে বিচার বিবেচনা করে অনুদান দেওয়ার কথা ভাববেন বলেও জানান তিনি। ওই ক্লাবগুলি আবেদন করলে তিনি দায়িত্ব নিয়ে সেই টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলেও জানান উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউথ হস্টেলের খাবারও খারাপ, দেওয়া হল নোটিশ

প্রতিবেদন : সরকার পরিচালিত ইউথ হস্টেলের ক্যান্টিনের খাবারও খারাপ! এতদিন একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং খাবার দোকানে অভিযান চালিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর। ওই হোটেলগুলিতে নানা অনিয়ম দেখার পর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইউথ হস্টেলের ক্যান্টিনের খাবারের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠল। বুধবার বোলপুর ইউথ হস্টেলে আচমকা অভিযান চালিয়ে একাধিক অনিয়ম চোখে পড়ে আধিকারিকদের। এরপরেই ইউথ হস্টেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেন আধিকারিকরা। দেওয়া হয় নোটিশ। বেশ কয়েকদিন ধরেই বোলপুর, শান্তিনিকেতন, ইলামবাজার-সহ বিভিন্ন জায়গায় হস্টেলে অভিযান চালিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর। বুধবার একই রকম অভিযান চালানো হয় বোলপুর ইউথ হস্টেলে। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ফুড সেফটি অফিসারের নেতৃত্বে আধিকারিকরা ক্যান্টিনের রান্নাঘর, খাবার সংরক্ষণের জায়গা, ফ্রিজ এবং সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা খতিয়ে দেখেন। ওই অভিযানের সময় ফ্রিজের ভিতর বেশ কিছু মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার নজরে আসে আধিকারিকদের। পাশাপাশি খাবার সংরক্ষণ ও ক্যান্টিনের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে। এরপরেই ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করার পাশাপাশি নোটিশ জারি করা হয়। দফতরের পক্ষ থেকে খাবার সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়।

মন্দারমণির পর দিঘা, সমুদ্রে তলিয়ে গেল নাবালিকা

প্রতিবেদন : মন্দারমণির পর দিঘা। উত্তাল সমুদ্রে তলিয়ে গেল এক নাবালিকা। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। নিখোঁজ নাবালিকার নাম আসমিরা খাতুন। ১১ বছরের ওই নাবালিকা নৈহাটির বাসিন্দা। পরিবারের সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে এসেছিল। পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। ওল্ড দিঘা ও নিউ দিঘার মাঝে ঘটনাটি ঘটে। এলাকাটি দিঘা হাসপাতাল সংলগ্ন। ওই এলাকায় বহু পর্যটক সমুদ্রে স্নান করতে নামেন। ফলে বহু লোকের ভিড় থাকে। নিম্নচাপের জন্য বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সমুদ্র ছিল উত্তাল। এই অবস্থায় ওই নাবালিকা সমুদ্রে স্নান করতে নামেন। এক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। কেন ওই নাবালিকাকে

সমুদ্রে নামতে দেওয়া হল সেই প্রশ্ন উঠছে। ওই নাবালিকা কীভাবে তলিয়ে গেলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর পিছনে কোনও দুর্ঘটনা রয়েছে কি না তাও দেখা হচ্ছে। নিখোঁজ নাবালিকাকে খোঁজার জন্য সমুদ্রে স্পিডবোট নামানো হয়। নুলিয়ারাও চেষ্টা করেন। কিন্তু আবহাওয়া খারাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল থাকায় ব্যাহত হয় উদ্ধারকাজ। এখনও খোঁজ মেলেনি নাবালিকার। দু'দিন আগেই মন্দারমণিতে একই ঘটনা ঘটেছিল। সমুদ্রে তলিয়ে মারা যান এক নাবালক সহ দুজন। একজন এখনও নিখোঁজ।

দিল্লি দরবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রেটার নয়ডায় চলন্ত এসি বাসে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল অন্তত ৯ জনের। বুধবার ৩৫ জন যাত্রীকে নিয়ে বাসটি যাচ্ছিল যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে। দয়ানটপুর গ্রামে আচমকা আগুন লাগে

বিজেপি শাসিত বিহারে থামছে না নারী নির্যাতন

এবার সমস্তিপুরে শ্লীলতাহানি কিশোরীর

নয়াদিল্লি : লজ্জা! আবার যৌন নির্যাতন বিহারে। জামুইয়ের পরে সমস্তিপুর। প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বিজেপি শাসিত বিহারে হয়েই চলেছে নারী নির্যাতন। একের পর এক ঘটে চলেছে শ্লীলতাহানির ঘটনা। অথচ নির্বিকার রাজ্যের মন্ত্রীরা। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে রাজ্যের মন্ত্রী শ্রাবণ কুমারের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে বিস্মিত সাধারণ মানুষ। তাঁর কথায়, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই এমন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেই থাকে। দুনিয়ায় অপরাধ শেষ হয়নি। বিহারের জমুইয়ে ক্যামেরাবন্দি যৌন হেনস্তার ঘটনা ঘটার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এবার সমস্তিপুর জেলা থেকে একই ধরনের নৃশংস ও ন্যক্কারজনক ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। জেলা সদর থেকে প্রায় ১৩১ কিলোমিটার দূরে সমস্তিপুরের জগৎসিংহপুর গ্রামে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিওতে দেখা যায়, নির্জন এক গ্রামীণ সড়কে মোটরসাইকেলে আসা একদল যুবক এক তরুণী ও তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণকে ঘিরে ধরেছে। তারা কেবল ওই তরুণীকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজই করেনি, বরং রাস্তার ওপর তাঁকে কুরুচিকরভাবে হেনস্তা ও ধাক্কাধাক্কি করেছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই তরুণ-তরুণী সেখানে ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনই স্থানীয় কিছু যুবক তাঁদের ঘিরে ধরে শ্লীলতাহানি করে। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি নজরে আসার সাথে সাথেই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে

বিহার পুলিশ। স্থানীয় এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রকাশ্যে দিনের আলোয় তরুণীকে উত্ত্যক্ত করার ভিডিওর ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং চিহ্নিত করে চারজন অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা সবাই জগৎসিংহপুর গ্রামেরই বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ক্ষমতাসীন জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর নেতা রাজীব রঞ্জন এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, অপরাধীরা যদি জমুইয়ের ঘটনায় গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা না নেয়, তবে তাদের শেষ স্থান হবে কারাগার।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বিহারের জমুই জেলায় একাদশ বা দশম শ্রেণির দুই কোচিং পড়ুয়াকে প্রকাশ্যে হেনস্তা করার অপরাধে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই ঘটনাতেও স্কুটারে করে ফেরা তরুণ-তরুণীকে ঘিরে ধরে এক মাস্ক পরা যুবক তরুণীকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে এবং তরুণটির কলার ধরে টেনে নিয়ে যায়, যার ভিডিও নেটপাড়ায় ঝড় তুলেছিল। জমুইয়ের সেই স্মৃতি টাটকা থাকতেই সমস্তিপুরের এই ঘটনা রাজ্যের নারী নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুনরায় বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।

জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে এককাট্টা বিরোধীরা

সংসদে ফের আসছে ইমপিচনেন্ট প্রস্তাব

নয়াদিল্লি: বুধবারই তৃণমূল দাবি করেছিল, এখনই ইমপিচ করা হোক মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে। এবার পুরো বিরোধীশিবির একজোট হয়ে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনছে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে। জ্ঞানেশকে সরাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে বিরোধীপক্ষ। বৃহস্পতিবারই তোড়জোড় শুরু হয়েছে সংসদে ফের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার। বিশেষ সূত্রের খবর, নোটিশ জারি করা হবে সংসদের উভয় কক্ষেই। এই লক্ষ্যে নেওয়া হচ্ছে আইনি পরামর্শও। লক্ষণীয়, আগেও জ্ঞানেশের অপসারণ প্রস্তাব আনা হয়েছিল লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় কক্ষেই। কিন্তু বিরোধীদের সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা বুধবার জানিয়েছিলেন, মার্চে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বিরোধীদের নোটিশে কোনও সাড়া না মেলায় রাজ্যসভায় ফের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ২৪ এপ্রিল। ন্যূনতম ৫০জন সাংসদের সই জরুরি হলেও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে লেখা চিঠিতে সই করেছিলেন ৬০ জনেরও বেশি সাংসদ। অতএব, মুখ্য নির্বাচন কমিশনকে ইমপিচ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে ৫ মাস

নোটিশ লোকসভা ও রাজ্যসভায়

আগেই। এবার কিন্তু তাঁকে সরানোর উপযুক্ত সময় এসেছে। দুই নির্বাচন কমিশনারের কথাতেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে জ্ঞানেশের অনৈতিক এবং বেআইনি কীর্তিকলাপ। বিরোধীদের সাফ কথা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যে বিজেপির হাতের পুতুল, তা এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। গত ১০ মাসে জ্ঞানেশের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্তত ১৪ বার আপত্তি জানিয়েছিলেন দুই নির্বাচন কমিশনার বিবেক যোশী এবং সুখবীর সিং সান্ধু। অভিযোগ, তাঁদের অন্ধকারে রেখেই একতরফাভাবে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। পদক্ষেপও করেছেন নিজের মতোই। বিরোধী শিবির সূত্রে খবর, আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে জ্ঞানেশের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের।

সার-সফটওয়্যারের তথ্য লুকোচ্ছে কমিশন

নয়াদিল্লি : গুরুতর অভিযোগ তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্য সাকেত গোখেলের। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন, এসআইআরে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের বিবরণ গোপন করছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর এই অভিযোগের সমর্থনে তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন এবং তার জবাবে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া উত্তরও তুলে ধরেছেন। সাকেত রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ায় ঠিক কী সফটওয়্যার এবং অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হচ্ছে, তা প্রকাশ করতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। সাকেতের মতে, এটা স্পষ্ট যে কমিশন-বিজেপির মিলিত কারচুপিতে ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতে আইটি হেড সীমা খান্না এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একটি বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া করেছেন সফটওয়্যার ডিজাইনিংয়ের জন্য। আর এখন শুধু সংস্থার নামই গোপন করছে না কমিশন, রহস্যজনক এই সফটওয়্যারের বিবরণও লুকিয়ে ফেলতে চাইছে কমিশন।

আরটিআইয়ের মাধ্যমে কী জানতে চেয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ? সফটওয়্যার কে তৈরি করেছে? কাকে এই কাজের টেন্ডার দেওয়া হয়েছে? এবং সবচেয়ে বড় কথা, এর কার্যকারিতা কী? অদ্ভুত ব্যাপার, এর জবাবে কমিশন জানিয়েছে, যেহেতু এই তথ্যগুলো বাণিজ্যিক গোপনীয়তা,ব্যবসায়িক গোপনসূত্র এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত সেই কারণেই প্রকাশ করা সম্ভব নয় এই তথ্যগুলো।

ঠিক এই জায়গাতেই গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন সাকেত গোখেল। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, একটি সরকারি সংস্থা জনগণের জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, তার বিস্তারিত বিবরণ কোন যুক্তিতে বাণিজ্যিক গোপনীয়তা বা ব্যবসায়িক গোপন সূত্রের অজুহাতে গোপন রাখা হচ্ছে? এভাবে তথ্য গোপন করা যায় কি? তাঁর ঘোরতর সন্দেহ, আসলে এর নেপথ্যে কোনও বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থার স্বার্থরক্ষা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গেই সাকেত গোখেল মনে করিয়ে দিয়েছেন, দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশী ভোটার তালিকায় এই ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ এবং তথ্যগত বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিধায়কের খামারবাড়িতে গণধর্ষণ

লখনউ : যোগীরাজ্যে আমরোহা জেলায় এক খানাবাড়িতে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই পুলিশকর্মী এবং সিআরপিএফ-এর দুই জওয়ান। পুলিশ সূত্রের খবর, খামারবাড়িটির মালিক উত্তরাখণ্ডের এক নির্দল বিধায়ক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হরিয়ানার ফতেহাবাদের বাসিন্দা ২৪ বছরের ওই তরুণী সোমবার ধর্মীয় স্থান ঘোরার জন্য সিআরপিএফ জওয়ান মোহিতের সঙ্গে দেখা করেন সোনিপতে। সেখান থেকে দু’জনে যান মেরাঠে। সিআরপিএফ-এর আর এক জওয়ান লালারাম যাদব তাদের সঙ্গে যায় হাসানপুরে। পথে থানার দুই পুলিশকর্মী গাড়িতে ওঠে। সেখান থেকে মহিলাকে ওই খামারবাড়িতে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। গ্রেফতার ৪ অভিযুক্ত।

বাংলার ১৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিলের আবেদন কার নির্দেশে?

কে দিল এমন অনুমতি? ঘনাচ্ছে রহস্য

নয়াদিল্লি : বিজেপি-কমিশন মিলিত কারচুপিতে বাংলার লক্ষ প্রকৃত ভোটারকে যে বঞ্চিত করা হচ্ছে ন্যায্য ভোটাধিকার থেকে তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশই। ঘনাচ্ছে গভীর রহস্যও। প্রশ্ন উঠেছে, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্তে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাংলার ১৬.১০ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার জন্য আপিল করার অনুমতি দিয়েছিল কে? কার নির্দেশে করা হয়েছিল এই কাজ। রহস্য ঘনিয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু।

সত্যি কথা বলতে কী, বাংলার এস আই আর বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই বিষয়টি। লক্ষণীয়, কমিশন সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, সাম্প্রতিক এস আই আরে রাজ্যের ২৭.১৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২২.২১ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ৮২ শতাংশ ভোটার নিজেদের নাম ফেরানোর জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা যাঁদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ১৬.১০ লক্ষের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধেও আপিল করা হয়েছে। প্রশ্ন বা রহস্যটা এখানেই।

বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তাঁদের ফের বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন কোন যুক্তিতে। নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছে কে? নির্বাচন কমিশনার সান্ধুর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন, এই আপিলগুলো দায়ের করার অনুমতি দিল কে? এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই আপিলের ভিত্তি বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না দুই নির্বাচন কমিশনার। এমনকী পুরো অন্ধকারে ছিলেন বাংলার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকও। রহস্যটা এখানেই।

মার্কিন সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা ও চিন তাদের বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ আরও দুই মাসের জন্য বাড়ানোর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আমেরিকায় পা রাখার পরই এই ঘোষণা করেন তিনি

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিইসি জ্ঞানেশকে পদত্যাগের আলটিমেটাম সিজেপির

দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি : নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে অন্য দুই কমিশনারের লিখিত আপত্তি উড়িয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে এই সংক্রান্ত বিস্ফোরক রিপোর্ট দেশজুড়ে শোরগোল ফেলেছে। এই প্রেক্ষাপটে এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগের জন্য ৪৮ ঘণ্টার চরম আলটিমেটাম দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সংগঠনটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করা হলে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করা হবে। এর পাশাপাশি, আসন্ন সবক'টি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অবিলম্বে স্থগিত রাখা এবং বিতর্কিত 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন'(এসআইআর) প্রক্রিয়া বাতিল করে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় ফিরে যাওয়ার দাবি জানিয়েছে এই যুব সংগঠন। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক অভিজিৎ দিপকে জানান, দিল্লিতে ধরনা প্রদর্শনের পাশাপাশি পুরো দেশে এই প্রতিবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে সংগঠনের সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস সিইসি জ্ঞানেশের পদত্যাগ, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্থ একটি কমিটির হেফাজতে এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত নথি হস্তান্তরের দাবি তুলেছেন।

নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক

জোশী গত ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আপত্তি জানান বলে যে খবর প্রকাশ্যে এসেছে, তার পরেই রাজনৈতিক তোলপাড় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে এই বিতর্ক এখন সুপ্রিম কোর্টের দরজাতেও পৌঁছেছে। আইনজীবী ব্রজেশ সিং অভিযোগ করেছেন যে, অন্য দুই কমিশনারকে এড়িয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্টের বহুসদস্য বিশিষ্ট কমিশন সংক্রান্ত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং তিনি সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের দ্বারস্থ হয়েছেন। সিজেপি নেতারা তাঁদের 'স্কুল ঠিক করো' অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে দাবি করেন, সাধারণ মানুষ এখন শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি 'ভোটচুরি' নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। সংগঠনের পক্ষে অভিযোগ তোলা হয় যে, জ্ঞানেশ কুমার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে কাজ করছেন এবং বেশ কিছু রাজ্যে বিজেপির অস্বাভাবিক ভোট শেয়ার বৃদ্ধির পেছনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকাই দায়ী।

উল্লেখ্য, এর আগে নিট-ইউজি-২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্কে দিল্লির যন্তর মন্তরে ৪৯ দিন ব্যাপী ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়েছিল এই সিজেপি, যার জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে 'স্কুল ঠিক করো' প্রচার চালানোর পর এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে এই সংগঠন। সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা অভিযোগ করেছেন, বর্তমানে দেশের ১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলা এসআইআর প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এমনকী বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধাকে এসআইআর-এর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে 'জেন জি'-কে সাথে নিয়ে রাজপথে নামা হবে।

বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি প্রায় ৭ লক্ষ কোটি

শেয়ারবাজারে রক্তক্ষরণ

নয়াদিল্লি : আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আসা নেতিবাচক সংকেত এবং দেশীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা সংক্রান্ত উদ্বেগের জোড়া ধাক্কায় বৃহস্পতিবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড় ধরনের ধস নামতে দেখা গেল। লেনদেনের শেষে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১,২৪৭ পয়েন্ট বা ১.৬৭ শতাংশ কমে ৭৩,৫৮০ পয়েন্টে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৮৪ পয়েন্ট বা ১.৬৪ শতাংশ কমে ২৩,০৬৩ পয়েন্টের নিচে নেমে বন্ধ হয়। শেয়ার বাজারে বড় ধসের কারণে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আনুমানিক ৭ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সমস্ত কোম্পানির মোট বাজার মূলধন প্রায় ৪৬২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমে প্রায় ৪৫৫ লক্ষ কোটি টাকায় নেমে আসে। ফলে মাত্র একদিনের ব্যবধানে বিনিয়োগকারীদের এই বিশাল অঙ্কের টাকা উধাও হয়ে যায়। এদিন বাজারের পতন ছিল সার্বিক। বিশেষ করে আর্থিক ও ব্যাঙ্ক খাতের শেয়ারগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর সাথে অপরিশোধিত খনিজ তেলের দামের ঊর্ধ্বগতি, মার্কিন বন্ডের সুদের হার বৃদ্ধি এবং ইরান-মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি শেয়ার বাজারে বিক্রেতাদের চাপ বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই হঠাৎ ধসের পেছনে বেশ কয়েকটি প্রধান কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের ১০ বছর মেয়াদি সুদের হার প্রায় ৫.১১ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০০৭ সালের পর সর্বোচ্চ। এর ফলে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ দীর্ঘদিনের জন্য সুদের হার উঁচু রাখতে পারে বলে জল্পনা জোরালো হয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের মতো বিকাশমান বাজারগুলোর ওপর। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার অতিক্রম করে ১০৬ ডলার ছুঁয়েছে। ভারতের মতো খনিজ তেল আমদানি নির্ভর দেশের জন্য এটি মুদ্রাস্ফীতি, আমদানি খরচ এবং কর্পোরেট লাভের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন করে তৈরি হওয়া উত্তেজনা বিশ্বজুড়ে তেলের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বলে বিনিয়োগকারীরা আশঙ্কায় রয়েছেন। দেশীয় বাজারে পতনকে আরও জোরালো করেছে বিমা খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কমিশন ও বণ্টন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নীতি পরিবর্তন। এই খবরের পর পিবি ফিনটেক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, বাজাজ ফিনান্স, বাজাজ ফিনসার্ভ এবং এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের মতো বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারের দাম ব্যাপকভাবে কমে যায়। নিকট ভবিষ্যতে বিশেষ করে জ্বালানি ও সুদের হারের সাথে সংবেদনশীল খাতগুলোতে অস্থিরতা বজায় থাকতে পারে, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির বিষয়টি সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিচ্ছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

কেন্দ্রীভূত সফটওয়্যার ভোটাধিকার হরণ

নির্বাচন কমিশন ও মোদি সরকারকেই সরাসরি নিশানা করছেন বিরোধীরা

নয়াদিল্লি : গোয়ায় স্থানীয় নির্বাচন নিবন্ধন কর্মকর্তাদের (ইআরও) তদন্তে বৈধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ৯৭ জন নাগরিককে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র তোলপাড় শুরু হয়েছে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) নিরপেক্ষতা ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে কেন্দ্র সরকার এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, দিল্লিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশনের 'ইসিআইনেট' সফটওয়্যার সিস্টেমের জটিলতা

এবং প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞার কারণে স্থানীয় ইআরওরা অন্যায়ভাবে বাদ পড়া ওই বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় পুনরায় যুক্ত করতে পারেননি। গোয়ার মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা (সিইও) সঞ্জয় গোয়েল সফটওয়্যারে সংশোধন করার সুবিধা চেয়ে সাতদিনে আটটি ইমেল পাঠানো সত্ত্বেও এবং কমিশনের একজন উপ-নির্বাচন কমিশনার আইটি বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে সেই সুবিধা মেলেনি। যদিও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে গোয়ার সিইও গোয়েল জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কাছে তাৎক্ষণিক কোনও তথ্য নেই এবং তিনি রিপোর্ট খতিয়ে দেখে মন্তব্য করবেন।

এই রিপোর্ট সামনে আসার পরেই কংগ্রেস তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু করেছে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও জ্ঞানেশকে নিশানা করে দাবি করা হয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সমগ্র ব্যবস্থাটিকে 'হাইজ্যাক' করেছেন এবং ভোটাধিকার হরণ করার মতো কাজ করছেন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছেন যে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী স্থানীয় ইআরওদের হাতে যে সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা রয়েছে, ইসিআইনেট সফটওয়্যারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তা অবৈধভাবে খর্ব করা হয়েছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর পূর্বতন অভিযোগের উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে দেশে সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুতর উল্লেখ করে বলেন, এটি ভারতীয় নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটি অপচেষ্টা। তিনি এই বিপর্যয়কর সফটওয়্যার ব্যবস্থা বাতিল এবং কমিশনকে দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবি জানান। নির্বাচন কমিশনের ভেতরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং দুই নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ নিয়ে সাম্প্রতিক এক তোলপাড়ের মধ্যেই এই নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হল।

সিনে স্কোপ

25 September, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সুরজ বরজাতিয়ার নতুন ছবি 'ইয়ে প্রেম মোল লিয়া'র টাইটেল ট্র্যাক। সুর করেছেন হিমেশ রেসমিয়া। গানটি গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল এবং নিহাল তোরো। ছবির নির্মাতা রাজশ্রী প্রোডাকশনস

তিনি স্বয়ংসিদ্ধা

রূপসি ছিলেন। চাবুকের মতো ছিপছিপে শরীর। কথা বলতেন চোখে মুখে। অভিনেত্রী হিসেবে তুখোড়। চরিত্র অনুযায়ী নিজেকে বদলে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি মিঠু মুখোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রের ক্লাসিক্যাল নায়িকা। চিরবিদায় নিলেন। স্মরণ করলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

সাতের দশক। সুচিত্রা-ম্যাজিক ততদিনে নিভু-নিভু। পার্শ্বচরিত্রে ডাক পাচ্ছেন সুপ্রিয়া, সাবিত্রী, মাধবীরা। মাঠ প্রায় ফাঁকা। ঠিক সেই সময় বাংলা চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এক দুষ্টু-মিষ্টি রূপসী নায়িকার। তুমুল আকর্ষণ। চোখে মুখে কথা বলতেন। কাজলকালো দীর্ঘ আঁখির গভীরে লুকোনো ছিল তীব্র জাদু, মায়া। তার মধ্যে অনেকেই দেখেছিলেন নিজের সর্বনাশ। তাঁর জন্য ফিদা হয়েছিলেন অগণিত যুবক। যখন কথা বলতেন, হাসতেন— ঢেউ তুলতেন। নেচে উঠত চাবুকের মতো ছিপছিপে শরীর। ছড়িয়ে দিতেন সুর। ফুল ফোটাতেন চলচ্চিত্রের চুলবুলি নায়িকা। তিনি মিঠু মুখোপাধ্যায়।

অতীত দিনের তুখোড় অভিনেত্রী। চরিত্র অনুযায়ী নিজেকে বদলে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। সাবলীল অভিনয় এবং চমৎকার স্ক্রিন প্রেজেন্সের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই জায়গা করে নিয়েছিলেন মূলত সাত ও আটের দশকের দর্শকদের মনে। পরবর্তী সময়ের দর্শকেরাও তাঁর অভিনয় দারুণভাবেই পছন্দ করতেন। বলা যায়, তিনি ছিলেন সময়ের থেকে বহু যোজন এগিয়ে।

জন্ম ১৯৫৫-র ১৯ জুন। উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাট অঞ্চলের একান্নবর্তী পরিবারের কন্যা।

১৯৭১ সালে চিত্ত বসু পরিচালিত 'শেষ পর্ব' ছবির মাধ্যমে মাত্র ১৭ বছর বয়সে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন শমিত ভঞ্জ। তবে প্রথম ছবির পরেই যে সাফল্য এসেছিল, তা নয়। চালিয়ে যেতে হয়েছিল লড়াই। ১৯৭৩ সালে দীনেন গুপ্তের ব্লকবাস্টার ছবি 'মর্জিনা আবদাল্লা'য় আলিবাবার পরিচারিকা মর্জিনার চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। এই ভূমিকায় অভিনয় করেই তিনি রাতারাতি অর্জন করেছিলেন তারকাখ্যাতি। সন্তোষ দত্ত, রবি ঘোষ, দেবরাজ রায়, উৎপল দত্তের পাশে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছিলেন যথাযথভাবে। তারপর মুক্তি পেয়েছে 'নিশিকন্যা' (১৯৭৩)। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭৫-এ মুক্তি পেয়েছিল 'কবি'। বিপরীতে ছিলেন দেবরাজ রায়। ওই বছরেই রঞ্জিত মল্লিকের বিপরীতে 'নীপা' চরিত্রে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কালজয়ী কমেডি ছবি 'মৌচাক'-এ অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে ছিলেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অনুপ কুমার, চিন্ময় রায়, রঞ্জিত মল্লিক, রত্না ঘোষাল প্রমুখ। একই বছর মুক্তিপ্রাপ্ত রঞ্জিত মল্লিকের বিপরীতে 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবিতে তাঁর অভিনয় ভোলার নয়। এরপর একে একে মুক্তি পেয়েছে 'চাঁদের কাছাকাছি' (১৯৭৬), 'হোটেল স্নো ফক্স' (১৯৭৬), 'প্রতিমা' (১৯৭৭), 'ভাগ্যচক্র' (১৯৮০) 'এবং সন্ধি' (১৯৮০), 'বন্ধন' (১৯৮০), 'ভাগ্যচক্র' (১৯৮০), 'সন্ধি' (১৯৮০), 'ফাদার' (১৯৮১), 'দুজনে' (১৯৮৪), 'প্রার্থনা' (১৯৮৪)-র মতো বাংলা ছবি।

দুলাল গুহের 'খান দোস্ত' (১৯৭৬) ছবির মাধ্যমে তাঁর বলিউডে অভিষেক ঘটে। এরপর আরও কয়েকটি হিন্দি ছবি। ১৯৭৮-এ 'দিল্লেগি' এবং 'সাফেদ ঝুট'। ১৯৭৯-এ 'দো লড়কে দোনো কাড়কে'। তিনটি ছবিই বাসু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। পরপর কয়েকটি হিন্দি ছবিতে কাজ করলেও তাঁর স্থান হচ্ছিল মূলত সেকেন্ড লিডে। সঠিক সময়ে নিজের জায়গা বুঝতে পেরেই কলকাতায় ফিরে আসেন। যদিও ততদিনে তাঁর জায়গায় চলে এসেছেন কয়েকজন নতুন নায়িকা। ওড়িয়া ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন। ১৯৮২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই ছবির নাম 'জোয়ান পুয়া'।

মিঠু মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

রঞ্জিত মল্লিক ও মিঠু মুখোপাধ্যায়

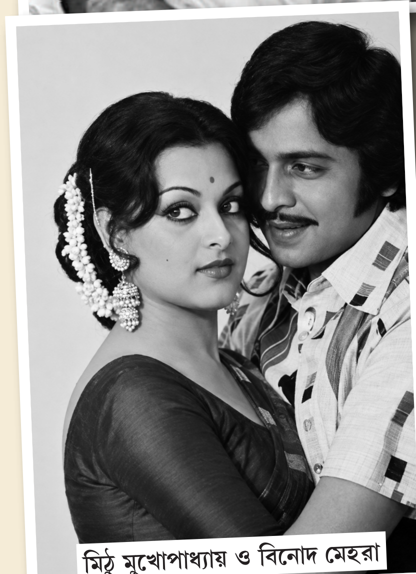

মিঠু মুখোপাধ্যায় ও বিনোদ মেহরা

দুই দশকে অভিনয় করেছেন বিভিন্ন ভাষার ছবিতে। কাজ করেছেন উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, রাজ কপূর, বিনোদ মেহরা, নবীন নিশ্চল-সহ বাংলা ও হিন্দি ছবির বহু বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে।

শেষ ছবি 'আশ্রিতা'। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯০ সালে। ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। মুখে মুখে ফিরেছিল প্রতিটি গান। তারপর আর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াননি। নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মায়া জগৎ থেকে।

দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ৭১ বছর বয়সে চিরবিদায় নিলেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিউড।

তিনি ছিলেন চলচ্চিত্রের ক্লাসিক্যাল নায়িকা। বেঁচেছিলেন নিজের মর্জিমতো। মন যা চেয়েছে, তা-ই করেছেন। শেষ জীবনে নিজেকে রেখেছিলেন অন্তরালে। অনেকেই মিল খুঁজে পেয়েছিলেন সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। তবে মিঠু মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে চর্চা থেমে থাকেনি। টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বিভিন্ন প্রজন্মের দর্শকেরা। প্রত্যেকেই জানতে চেয়েছেন, কেন নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তিনি? কাজের মধ্যে থাকলে আরও বেশি সমৃদ্ধ হত চলচ্চিত্র জগৎ। বলা যায়, ধূমকেতুর মতো উত্থানের পর আচমকা সবকিছু ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সবটাই যেন ছিল রহস্যে মোড়া। সে যা-ই হোক, সাদা-কালোর ক্যানভাসে তিনি এনেছিলেন রঙিন বসন্ত। ফুরফুরে বাতাস। ভোলা যাবে না তাঁকে। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবেন অনন্তকাল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এশিয়ান গেমসে স্কোয়াশ ডাবলসে জিতল তন্বী ও অনাহতের জুটি

মাঠে ময়দানে

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

এশিয়াডে সোনা জয়ের পর জাপানে ঘুরছেন স্মৃতি মান্ধানা।

একদিনের সিরিজ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুই অধিনায়ক মার্শ ও বাভুমা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যুব ওয়ান ডে সিরিজে চ্যাম্পিয়ন ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচের আগে ব্রাজিল শিবিরে ভিনিসিয়াস।

শুটিংয়ে মিক্সড স্কিটে ব্রোঞ্জ পেলেন অনন্তজিৎ ও পারিনাজ।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেশনস লিগের ম্যাচে নামার আগে স্পেনের অনুশীলনে ইয়ামালরা।

এশিয়াডের প্রস্তুতির ফাঁকেই শ্রেয়স, তিলকেরা জাপানি ছাতা নিয়ে শপিংয়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

25 September, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

ফুটবলের বাইরে গল্ফ এবং এনএফএলে মজেছেন হ্যারি কেন

সাহসী ফুটবল চান খালিদ

বেঙ্গালুরুতে আজ ভারত বনাম পানামা

বেঙ্গালুরু, ২৪ সেপ্টেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলে আসা তিনটি দলের বিরুদ্ধে মেগা আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে ভারতের প্রথম পরীক্ষা শুরু হচ্ছে শুক্রবার। বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ১৪ বিশ্বকাপার নিয়ে খেলতে আসা পানামার বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারত। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বর বনাম ১৩৮ নম্বরের লড়াই।

কনকাকাফ অঞ্চলের দলটি বিশ্বকাপে খুব কঠিন গ্রুপে পড়েও ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া এবং ঘানার বিরুদ্ধে লড়াকু পারফরম্যান্স করেছিল পানামা। তবে দ্বৈরথের আগে ভারতের কোচ খালিদ জামিল স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর দল বিপক্ষের র‍্যাঙ্কিং বা তাদের বিশ্বকাপ খেলার শংসাপত্র মাথায় না রেখে মাঠে নামবে। সেই পরামর্শই সাহাল আব্দুল সামাদ, রায়ান উইলিয়ামস, এডমুন্ড রালরিনডিকাদের দিয়েছেন খালিদ। ম্যাচের আগের দিন ভারতের কোচ বলেছেন, আমরা বিশ্বমানের দলগুলোর সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত। তাদের ভাল কোচ, খেলোয়াড়রা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য আমরা মুখিয়ে রয়েছি। তবে আমরা প্রতিপক্ষের র‍্যাঙ্কিং, সাফল্য, মান নিয়ে না ভেবে নিজেদের খেলায় মনোনিবেশ করছি। আমরা আগেও শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলেছি। সবসময় শুধু রক্ষণ করে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা রক্ষণ ও আক্রমণ, দুইয়ের ভারসাম্য রেখে খেলতে চাই। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের পরিকল্পনা বদলাবে। আগামী মাসের শুরুতে কলকাতায় ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে খালিদের দল। তার আগে পানামা ম্যাচ প্রস্তুতির মঞ্চ হতে পারে। ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু জানিয়েছেন, বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগকে শুধুমাত্র উপভোগ করলে হবে না। প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। কীভাবে বিশ্বকাপের মঞ্চে জায়গা করতে পারে ভারত? প্রশ্নের উত্তরে পানামার কোচ থমাস ক্রিশ্চিয়ানসেন বলেছেন, বিশ্বকাপ খেলতে হলে বড় দলের বিরুদ্ধে শুধু প্রীতি ম্যাচ খেললেই হবে না। দেশের লিগ, পরিকাঠামো, কোচিং এবং ফুটবলার তুলে আনার পরিবেশ, সব কিছুকেই উন্নতি করতে হবে।

মহড়া ভারতের অনুশীলনে নজরে রায়ান। পাশে, পানামার প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে।

ভারত-পানামা ম্যাচ
বেঙ্গালুরু, সন্ধে ৭.৩০
(সরাসরি সোনি টেন ২)

শতবর্ষে বিদেশি দল, সারশূন্য সিএবি এজিএম

বৃহস্পতিবার সিএবি এজিএমে সৌরভের সঙ্গে সিএবি কর্তারা।

প্রতিবেদন : বিতর্কের আবহেই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল সিএবির ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এবার এজিএম হল ইডেনেই। ভোটাভুটি না হলেও সাধারণ সভা ঘিরে ময়দানে অবশ্য পারদ চড়েছিল।

নির্বাচন হল না । তবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সভা উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হয়েছে। বিশেষ করে বয়স কারচুপি নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তা নিয়ে শোনা যাচ্ছিল সদস্যদের প্রশ্নের মুখে পড়তে পারেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার এজিএমে প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া একাধিক বিষয় নিয়ে সরব হলেন। বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে।

জেলাশাসকদের চিঠি-চাপাটির পরেও মেলেনি সমাধানসূত্র। ৯ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ ও সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তিরা সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভায় কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, তা নিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ৮ জেলাশাসক। যে চিঠির প্রভাবে স্থগিত হয়ে যায় সিএবির নির্বাচন। সচিব, যুগ্ম সচিব ও অ্যাপেক্স কাউন্সিলের এক সদস্যপদ এখনও ফাঁকা। মনোনয়ন জমাই পড়েনি। বার্ষিক সভাতেও মিলল না তার সমাধান। ৯ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ ও সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তিরা সিএবিতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি দরকার। কমিটি গড়ে কোনও লাভ নেই। পাল্টা মত সৌরভের।

ক্রিকেটারদের বয়স ভাঁড়ানো, জাল সার্টিফিকেট ইস্যু নিয়েও সভা সরগরম হল। কীভাবে দিনের পর দিন বয়স ভাঁড়িয়ে, জাল নথিপত্র দেখিয়ে ক্রিকেটাররা খেলছে সিএবি লিগে? প্রশ্ন উঠেছে। বয়স ভাঁড়ানো, জাল শংসাপত্রের দুর্নীতি রুখতে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব উঠেছে। স্বাগত জানিয়েছেন সৌরভ। ২০২৮-এ সিএবির শতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রস্তাবও পাশ হয়েছে সভায়। তিন-চারটি বিদেশি দল এনে জমকালো ম্যাচ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সেটা বোর্ডের অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রচুর জল মাপামাপি হলেও এবার শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেয়নি কোনও পক্ষ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাধারণ সভায় প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিরা মনোনয়ন জমা দিলেও সচিব, যুগ্মসচিব বা অ্যাপেক্স কাউন্সিলের জন্য কোনও সদস্য পদে ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেননি। এছাড়া লোধা আইন মেনে ভোটাভুটি কীভাবে হবে তা নিয়েও জটিলতা রয়েছে। কয়েকদিন আগে জেলাশাসকরা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন লোধা আইন মেনে ভোট করতে হবে। এমনকী ৭০ বছর পেরিয়ে যাওয়া কোনও ব্যক্তি ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই পরিস্থিতিতে উদ্ভূত জটিলতার জেরে সিএবিতে ভোটের দামামা বাজলেও শেষ পর্যন্ত তা থেমে গিয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে এদিন সাধারণ সভায় আলোচনা হয়েছে।

জিদান-যুগ শুরু আজ

ইজমিত, ২৪ সেপ্টেম্বর : ফ্রান্সের কোচ হিসেবে তুরস্কের মাঠে অভিষেক হচ্ছে জিনেদিন জিদানের। শুক্রবার রাতে তুরস্কের ইজমিতে কোজেলি স্টেডিয়ামে উয়েফা নেশনস লিগের গ্রুপ ‘এ’-ওয়ানে দু’বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স অভিযান শুরু করছে। ফ্রান্স ফুটবলে দিদিয়ের দেশঁ পরবর্তী অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। দেশঁর উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়াটা জিজুর জন্য বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, দেশঁর অধীনে ফ্রান্স টানা দু’টি বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছে এবং ২০১৮ বিশ্বকাপে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিলিয়ান এমবাপেরাও নতুন কোচের অধীনে নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। জিজুর প্রথম লড়াইটা অবশ্য সহজ হবে না। তার উপর লড়াই তুরস্কের মাঠে। এমবাপে, উসমান ডেম্বেলেদের সমস্যা বাড়াতে প্রস্তুত তুরস্ক। নেশনস লিগে ঘরের মাঠে টানা ৯ ম্যাচে অপরাজিত থাকার সুবাদে তুর্কিরা বেশ আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে পারে।

নায়ক আকাশ, পিছিয়ে পড়েও জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল ৩ — কাস্টমস ১

প্রতিবেদন : আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্যাচে ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল তাদের সিনিয়র দলের কয়েকজনকে খেলাবে কি না, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত সিনিয়র দলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ছ’জনকে ছাড়েন প্রথম ম্যাচের জন্য। প্রথম একাদশে সৌভিক চক্রবর্তী, রোহিত দানু, রোহিত কুমার, বরিস সিং, জেসিন টি কে এবং নরেন্দ্র গেহলেটরা শুরু করেন কলকাতা লিগে খেলা আকাশ হেমব্রম, বিক্রম প্রধান, বিজয় মুর্মুদের সঙ্গে। তবু দুই বিদেশি নিয়ে শুরু করা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কাস্টমসের বিরুদ্ধে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে জিতে শিল্ডে অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। গোল করে এবং করিয়ে লাল-হলুদের জয়ের নায়ক আকাশ। কলকাতা লিগ থেকে নজরকাড়া ফুটবল খেলে হাবাসের গুড বুকে এখন আকাশ।

ইস্টবেঙ্গল অবশ্য আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত। একাধিক সুযোগ নষ্ট করে তারা। জেসিন একাই গোটা চারেক গোল মিস করে চিন্তা বাড়ান দলের।

ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিকে স্তব্ধ করে ম্যাচের ১২ মিনিটের মাথায় রিকি হেমব্রমের গোলে এগিয়ে যায় কাস্টমস। পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে সমতা ফেরাতে ইস্টবেঙ্গলের লাগে ১৭ মিনিট। ২৯ মিনিটে কাস্টমস চেকিং টপকে গোল করেন রোহিত কুমার। তবে কাস্টমস গোলকিপারের ভুলেই রোহিতের হেড জালে জড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে ৫২ মিনিটে রোহিত দানুর গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। গোলের ক্রস ছিল আকাশের। ৮৫ মিনিটে সেই আকাশই নিজে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচ জিতে ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো বলেন, আমি কোনও দিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে হারিনি। তবে ইঙ্গিত দিলেন, নক আউটে পরিস্থিতি বুঝে বিদেশি খেলানো হতে পারে।

গোলদাতা রোহিতকে অভিনন্দন আকাশদের।

ব্রাজিলের সামনে অস্ট্রেলিয়া

টাউন্সভিল, ২৪ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপে পর আজ ফের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নামছে ব্রাজিল। কলকাতায় আসার আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলবে কার্লো আনচেলোত্তির দল। প্রথম লড়াই শুক্রবার ভারতীয় সময় দুপুর ৩টেয়। ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেই প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছেন ব্রাজিল কোচ। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহা, এনড্রিক, দানিলোরা দলে রয়েছেন। ২৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচ খেলে ১ অক্টোবর কলকাতায় আসবে ব্রাজিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

25 September, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় পরীক্ষিত সোমানিকে ৪ বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হল

সীমার কীর্তি, রিলেতে রুপো বিথিয়ার দৌড়ে

নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে পদক জয়ের জন্য ভারতের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে দুর্দান্ত দৌড়ে ব্রোঞ্জ জিতে এই ইভেন্টে ১৬ বছরের পদক-খরা কাটালেন সীমা কুমারী।

ম্যারাথন দৌড়ে সীমা ৩২ মিনিট ৫০.০৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ১০,০০০ মিটারে ভারতের হয়ে মাত্র তৃতীয় পদকটি নিশ্চিত করেন। শুধু তাই নয়, মিক্সড ৪x৪০০ মিটার রিলেতে ভারতের হয়ে রুপোও জিতলেন সীমা। একটা সময় রিলেতে ভারতের ব্রোঞ্জ জেতাই নিশ্চিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ ল্যাপে বিথিয়া রামরাজের অবিশ্বাস্য দৌড় পুরো দৃশ্যপট বদলে দেয় এবং রিলে দলকে রুপো জিততে সাহায্য করে। বিথিয়ার শেষ মুহূর্তের দুরন্ত দৌড়ের কারণেই ভারতীয় দলকে ৩ মিনিট ১৪.৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে বাহরিনের ঠিক পিছনে থেকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে সাহায্য করে। শেষ বেলায় এই জোড়া পদক গেমসে ভারতের মোট পদক সংখ্যা পৌঁছে দিল ১৭-তে।

দিনের শুরুতে উশুতে মেয়েদের ৬০ কেজি সান্ডা বিভাগে রুপো জিতলেন নাওরেম রোশিবিনা দেবী। সেই সঙ্গে ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে পরপর তিনবার এশিয়ান গেমসে পদক জিতে নজিরও গড়লেন মণিপুরের মেয়ে।

বৃহস্পতিবার ফাইনালে চিনের ঝ্যাং শাওইউয়ের বিরুদ্ধে দু'টি রাউন্ডেই ০-৫ ফলে হেরে যান তিনি। প্রতিপক্ষকে জবাব দিয়ে লড়াইয়ে ফিরতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত রুপো জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয় রোশিবিনাকে। সোনা হারিয়ে হতাশ তিনি।

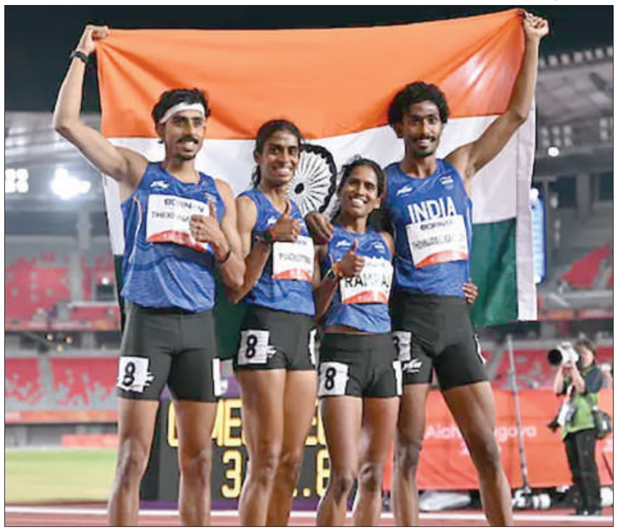

১০ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ জেতার পর রিলে দলেরও মধ্যমণি সীমা।

প্রণতি শেষ করলেন ছ'নম্বরে

নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : কমনওয়েলথ গেমসে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সে ভল্ট ফাইনালে উঠতে পারেননি প্রণতি নায়েক। কিন্তু এশিয়ান গেমসে লক্ষ্যপূরণ করেও পদকের কাছে পৌঁছতে পারলেন না বাংলার মেয়ে। ভল্ট ফাইনালে আট জন প্রতিযোগীর মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করলেন প্রণতি। তবে হাংঝাউ এশিয়ান গেমসের থেকে উন্নতি করেছেন মেদিনীপুরের পিংলার মেয়ে। গত বার অষ্টম স্থানে শেষ করেছিলেন। এবার ভল্ট ফাইনালে দু'ধাপ উপরে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করলেন। ফাইনালে ভারতের একমাত্র জিমন্যাস্ট প্রণতির মোট স্কোর ১৩, ১০০। তবে তাঁর কোচেরা মনে করছেন, চোট সারিয়ে ফিরে এবারের এশিয়াডে প্রণতির পারফরম্যান্স প্রশংসনীয়। কোচেদের পরামর্শে হতাশায় না ডুবে পরের লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে চান প্রণতি।

শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ, পদক নিশ্চিত কবাডিতেও

নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে অপ্রতিরোধ্য ভারতের পুরুষ কবাডি দল। চিনা তাইপেকে ৩৭-২১ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে ভারত। 'এ' গ্রুপে চারটি ম্যাচেই দাপটে জিতে সেমিফাইনালে উঠে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করল পুরুষ দল। একইরকমভাবে দুর্বার গতিতে ছুটছে ভারতের মহিলা কবাডি দলও। বৃহস্পতিবার ভারতের মেয়েরাও গ্রুপে একটিও ম্যাচ জিততে না পারা জাপানকে উড়িয়ে শীর্ষে থেকে শেষ চারের পথে।

পুরুষ কবাডি দল অল আউট খেলে চিনা তাইপের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়। আসলাম ইনামদার, রাহুল শেঠপালরা বিরতির আগে ২৩-১১ এগিয়ে যান। দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট বজায় রেখে ব্যবধান অনেক বাড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত।

এশিয়ান গেমসে কবাডিতে ভারতীয় পুরুষ দলের আধিপত্য দীর্ঘদিনের। ১৯৯০ সালে কবাডি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ভারত ন'টি পদক জিতেছে। তার মধ্যে আটটিই সোনা। খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্য শুক্রবার সেমিফাইনালে নামবে ছেলেরা।

শুটিং থেকে আরও একটি পদক এল। মিক্সড টিম স্কিটে ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দিলেন অনন্তজিৎ সিং নারুকা এবং পারিনাজ ধালিওয়ালের জুটি। ভারতীয় জুটি তৃতীয় স্থানে শেষ করে ফাইনালে ৪৪ পয়েন্ট স্কোর করে। ৫২ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জেতে চিন। আগের দিন ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল স্কিটে ব্রোঞ্জ জিতেছিল।

মিক্সড স্কিটে ব্রোঞ্জ পেলেন অনন্তজিৎ ও পারিনাজ।

উবার চালক থেকে পদকজয়ী সলমন

নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : রোয়িংয়ে ডাবলসে ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দিলেন সলমন খান ও সতনাম সিংয়ের জুটি। এশিয়ান গেমসে প্রথমবার ভারতকে এই বিভাগে পদক এনে দিলেন তাঁরা।

নাগোয়ার রেগাটা কোর্সে ফাইনালে সলমন ও সতনামের জুটি ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে ছিল। শেষ ৫০০ মিটারে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে যান সলমনরা। সময় করেন ৬:১৩:২৫। সোনা জয়ী চিনের ই শুডি ও ইডের জুটির চেয়ে ভারতীয় জুটি ৩.৮৮ সেকেন্ড পিছিয়ে ছিল।

সতনাম এর আগে হাংঝাউ এশিয়াডেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। সলমনের এটি প্রথম এশিয়ান গেমস পদক। ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার পর তাঁর রোয়িংয়ে প্রথম বড় সাফল্য। রোয়িংয়ে আসার আগে সলমন দিল্লিতে উবার চালাতেন সংসারে অর্থ সাহায্য করার জন্য। সলমনের জন্ম উত্তরপ্রদেশের আমেঠি জেলার পুরে থিংগই গ্রামে। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনিই বড়। সলমনের যখন ১৮ বছর বয়স তখন ডেঙ্গিতে মারা যান বাবা মহম্মদ কাসিম খান। তখন জীবন পাল্টে যায় সলমনের। পরিবারকে সাহায্যের জন্য উবার চালানো শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরির পরীক্ষায় সফল হন। সেখানে শুরু হয় রোয়িং জীবন। আর পিছনে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

রোয়িংয়ে ব্রোঞ্জ জিতে সতপালের সঙ্গে সলমন।

স্পেনের কারও জেতা উচিত ব্যালন : ফুয়েন্তে

মাদ্রিদ, ২৪ সেপ্টেম্বর : আগামী ২৬ অক্টোবর কার হাতে উঠবে এবারের ব্যালন ডি'অর সম্মান? অপেক্ষার মধ্যেই দাবি, পাল্টা দাবি নিয়ে চর্চা চলছে। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে দৌড়ে নাকি এগিয়ে হ্যারি কেন? কিন্তু বিশ্বকাপজয়ী স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে তা মানবেন কেন? তিনি মনে করেন, ইউরো জয়ের পর রদ্রির হাতে যেমন উঠেছে বর্ষসেরার স্বীকৃতি, বিশ্বকাপ জয়ের পর এবারও কোনও স্প্যানিশ ফুটবলারেরই পাওয়া উচিত বর্ষসেরার ব্যালন পুরস্কার। সব দাবি উড়িয়ে ফুয়েন্তে বলেছেন, আমার মনে হয় ব্যালন পুরস্কার স্পেনের কোনও খেলোয়াড়ের হাতেই ওঠা উচিত। স্পেনকে সেই সম্মানটুকু দেওয়া উচিত।

হকিতে কোরিয়াকে আট গোল ভারতের

নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমস হকিতে অপ্রতিরোধ্য ভারতের পুরুষ ও মহিলা হকি দল। মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে হরমনপ্রীত সিংদের জয়রথ। বৃহস্পতিবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের সেরা ফল করেছে। ৮-২ গোলে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছেন হরমনপ্রীতরা। পুল 'এ'-তে জয়ের হ্যাটট্রিকে সেমিফাইনালের খুব কাছে ভারত।

ম্যাচের অধিকাংশ সময়েই ভারতীয়দের দাপট ছিল বেশি। জোড়া গোল করেছেন দিলপ্রীত সিং এবং অভিষেক। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত দিলপ্রীতের গোলসংখ্যা ৯। সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তিনি সবার উপরে। এছাড়াও অধিনায়ক হরমনপ্রীত, রাজিন্দর সিং, সুখজিৎ সিং এবং শিলানন্দ লাকরা একটি করে গোল করেন।

৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন শিলানন্দ। ১০ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ান সুখজিৎ। পরের মিনিটেই হরমনপ্রীত স্কোরশিটে নাম তোলেন। প্রথম কোয়ার্টারের শেষ মিনিটে অভিষেক গোল করে ৪-০ করেন। ৩৮ মিনিটেই ৭-০ গোলের লিড নেয় ভারত। অভিষেক, দিলপ্রীতরা গোল করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে কোরিয়া ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ৪২ ও ৫২ মিনিটে দু'টি গোল হজম করে ভারত। তবে ভারতের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল দেখার মতো। শেষ মিনিটে দলের অষ্টম গোল করেন রাজিন্দর। শনিবার আয়োজক জাপানের মুখোমুখি ভারত।

মিক্সড স্কিটে ব্রোঞ্জ পে

মাঠে ময়দানে
25 September, 2026 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুম্বইয়ে দেশের উঠতি স্পিনারদের নিয়ে দু'দিনের কর্মশালা করলেন প্রাক্তন স্পিনার অনিল কুম্বলে

'হাফ কুকড' প্লেয়ার দিয়ে বিশ্বকাপে হবে না : গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : পকেটে ম্যাচ টাইম নেই। বিশ্বকাপে এটাই কি বাধা হতে চলেছে হার্দিক পাণ্ডিয়ার জন্য? কোচ গৌতম গম্ভীরের কথা শুনলে সেটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। হার্দিক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, হাফ কুকড হয়ে বিশ্বকাপে খেলা সম্ভব নয়।

২০২৭ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ দিয়ে। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ। কিন্তু সেই দলে হার্দিক নেই। তাঁকে আগেই বলা হয়েছে যে ম্যাচে ১০ ওভার বল করার ক্ষমতায় এলে তাঁর কথা ভাবা হবে। না হলে অপেক্ষা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জসপ্রীত বুমরাও নেই। কিন্তু তিনি এশিয়াডে খেলছেন। আর হার্দিক অনেকদিন সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ আছেন চোট সরানোর জন্য।

এই আবহে জিওহটস্টারে গম্ভীর বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে হার্দিক ও বুমরা দুজনেই দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। হার্দিক নিয়ে ভারতীয় কোচের বক্তব্য হল, খুব কম দেশেই এমন প্লেয়ার আছে যে ১০ ওভার বল করে দেওয়ার পর ছয় বা সাতে এসে রান করতে পারে। এটা দলের জন্য বিরাট পাওনা। কিন্তু হার্দিকের জন্য গেম টাইম খুব জরুরি। আইপিএলের পর ও খুব বেশি ক্রিকেট খেলেনি। তাই ৫০ ওভারের ক্রিকেটের কথা ভাবলে মনে হতেই পারে যে ও কম ক্রিকেট খেলেছে।

গম্ভীর এরপর যোগ করেন, বিশ্বকাপে খেলার জন্য গেম টাইম ভীষণ জরুরি। ওখানে হাফ কুকড প্লেয়ার নিয়ে যাওয়া যাবে না। বিশ্বকাপে খেলা মানে সেখানে কোনও যদি-কিন্তু থাকবে না। তার জন্য পকেটে অনেক গেম টাইম থাকা জরুরি। তাহলে ছন্দ ঠিক থাকবে। গম্ভীর এরপর বলেন, এক ফর্ম্যাট থেকে দ্রুত আরেক ফর্ম্যাটে যেতে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের সাহায্য খুব দরকার। যেহেতু এশিয়াড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ, নিউজিল্যান্ড সিরিজে বিভিন্ন ফর্ম্যাটে দলকে খেলতে হবে।

তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজের কথা ভেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিনিয়রদের কয়েকজনকে বাইরে রাখা হতে পারে। যাতে তারা টেস্টের প্রস্তুতি নিতে পারে। এই ভাবনায় শুভমন, রাহুল, যশস্বী, জাদেজা, নীতীশ, সিরাজ রয়েছেন। গম্ভীর মনে করেন, মডার্ন ক্রিকেটে তিন ফর্ম্যাট প্লেয়ার জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু কাজটা কঠিন। তাই রোটেশন জরুরি।

কোচের নিশানায় হার্দিক

ভারতীয় কোচ অবশ্য এটা মনে করেন যে, টেস্ট ক্রিকেট হল ফাউন্ডেশন। তাঁর বিশ্বাস শক্তিশালী টেস্ট দল মানে শক্তিশালী ক্রিকেট দল। কোচ হিসাবে তাঁর মনে হয়েছে ওঠানামা থাকবেই। যে দায়িত্ব নিয়ে চলতে হয় তাতে এটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে গম্ভীরের।

নাগোয়ার ইনডোরে নামলেন শ্রেয়সরা

নাগোয়াতে ব্যাট হাতে ইনডোরে লক্ষ্মণ।

আইচি-নাগোয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়াড ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলা শুরু করবে ভারতীয় দল। তার আগে বিসিসিআই বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের প্র্যাকটিসের ভিডিও পোস্ট করেছে। তাতে ক্রিকেটারদের ইনডোরে প্র্যাকটিস করতে দেখা গিয়েছে।

কোচ গৌতম গম্ভীর এই সফরে দলের সঙ্গে নেই। তাঁর বদলে কোচ হিসাবে গিয়েছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ভিডিওতে তাঁকে দলের ইনডোর প্র্যাকটিসে দেখা যায়। তবে বৃষ্টির জন্য ভারতীয় ক্রিকেটাররা ইনডোরে প্র্যাকটিস করলেন কিনা জানানো হয়নি। জাপানে অবশ্য এখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

আগেরবার হাংঝাউতে ভারতের ছেলেরা সোনা জিতেছিলেন। ফাইনাল বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়ার পর বাছাই হিসাবে এগিয়ে থাকায় ভারত আফগানিস্তানকে টপকে সোনা পেয়েছিল। সেবার অধিনায়ক ছিলেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। এবার দলের দায়িত্ব শ্রেয়স আইয়ারের হাতে।

হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারতের মেয়েরা ইতিমধ্যেই সোনা জিতেছেন। ফাইনালে ভারত বড় ব্যবধানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। জাপানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ দিয়ে এশিয়াড শুরু করেছিলেন হরমনপ্রীতরা। ছেলেদের টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ২৪ সেপ্টেম্বর।

যথেষ্ট শক্তিশালী দল নিয়ে এশিয়াড ক্রিকেটে খেলতে নামছে ভারত। এই দলে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরা, সঞ্জু স্যামসন, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটাল, তিলক ভার্মার মতো প্লেয়ার। তবে এশিয়াডের ফাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটাররা এখন জাপান উপভোগ করছেন।

বুমরা ও অক্ষরকে দেখা যায় বালিশ কিনতে বেরিয়েছেন! যা নিয়ে বুমরার স্ত্রী আবার তাঁকে ট্রোল করে লিখেছেন, এত কষ্ট করে জাপান গিয়েছ এই করতে! ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী কার্টুন-ভক্ত। ডোরেমনের জনপ্রিয় চরিত্র নোবিতার কথা উঠে এসেছে তার পোস্টে। একটি পোস্টে বৈভব লিখেছে, নোবিতার শহর থেকে বলছি। বৈভব রোজই কার্টুন দেখে।

কাপ উঠুক বিরাটদের হাতেই

টি-২০ নয়, টেস্টও খেলতে চান রিঙ্কু

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর : তাঁর নামের পাশে সেঁটে গিয়েছে ওয়ান ফর্ম্যাট প্লেয়ার অর্থাৎ টি ২০ প্লেয়ারের তকমা। কিন্তু রিঙ্কু সিং তিন ফর্ম্যাটেই খেলতে চান। বিশেষ করে লাল বলের ক্রিকেটে। বলেছেন তাঁর লক্ষ্য হল ভারতের হয়ে টেস্ট খেলা। তাঁর আরেক ইচ্ছে রোহিত-বিরাটের হাতে বিশ্বকাপ উঠুক। রিঙ্কু মনে করেন দুই কিংবদন্তির এটা প্রাপ্য।

রিঙ্কু ৪৮টি টি ২০ ম্যাচে করেছেন তিনটি হাফ সেঞ্চুরি-সহ ৭০২ রান। ব্যাটিং গড় ৩৬.৯৪। খুব আহামরি না হলেও রিঙ্কুর স্ট্রাইক রেট ১৫৬.৩৪। যা চমকে দেওয়ার মতো। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের এই ফিনিশার দুটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। তাতে ৫৫ রান করেছেন।

জিওহটস্টারে রিঙ্কু বলেন, লোকের একটা ধারণা হয়েছে যে আমি শুধু এক ফর্ম্যাটের প্লেয়ার। কিন্তু আপনারা আমার ঘরোয়া ক্রিকেটের রেকর্ড দেখুন। সেটা ওয়ান ডে হোক বা চার দিনের ম্যাচ। তাই বলছি আমার মধ্যে টেস্ট খেলার স্বপ্ন রয়েছে। লোকের তাই আমাকে এক ফর্ম্যাটের প্লেয়ার ভাবা ঠিক নয়। আমি টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখি। ঘরোয়া ক্রিকেটে তো আমি তিন ফর্ম্যাটেই খেলি। শুধু দেশের হয়ে খেলি টি ২০ ফর্ম্যাটে। উত্তরপ্রদেশের হয়ে রঞ্জিতে রিঙ্কু ৫৩ ম্যাচে ৩,৫৭৫ রান করেছেন। গড় ৫৮.৭০। সঙ্গে ৯টি সেঞ্চুরি ও ২৩টি হাফ সেঞ্চুরি। যা যথেষ্ট সন্তোষজনক।

আগামী বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপ রয়েছে। যাতে রোহিত ও বিরাটের খেলা মোটামুটি নিশ্চিত। তার আগে দুজনে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে খেলবেন। রিঙ্কু চান এই দুজনের হাতে বিশ্বকাপ উঠুক। তিনি বলেছেন, রোহিত আর বিরাট ভাইয়া হল কিংবদন্তি। শুধু আমি নই, গোটা দেশ চায় ওরা বিশ্বকাপে খেলুক ও ওদের হাতে ট্রফি উঠুক। কে জানে এটা ওদের শেষ বিশ্বকাপ কিনা। তাই ট্রফি জিতলে দারুণ হবে। ২০১১-র পর আমরা আর কখনও ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতিনি। আমি তাই চাই ওরা দুজনেই বিশ্বকাপে খেলুক ও ট্রফি জিতুক।

রিঙ্কু অবশ্য এখন ভারতীয় টি-২০ দলেও নেই। কিন্তু অনেকের ধারণা তিনি শীঘ্রই নীল জার্সিতে ফিরবেন। এর মধ্যে আগামী ডিসেম্বরে তাঁর সাত পাকে বাঁধা পড়ার খবর রয়েছে।

রোহিতের প্রস্তুতি

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ সেপ্টেম্বর : বুধবারই লন্ডন থেকে তিরুবনন্তপুরমে চলে এসেছিলেন বিরাট কোহলি। এরপর রোহিত শর্মা থেকে শুরু করে একে একে বাকিরাও। ২৭ সেপ্টেম্বর গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ। ২০২৭ বিশ্বকাপের মহড়া শুরু হচ্ছে এখান থেকেই। কোচ গম্ভীর বলেছেন, শুভমন গিল খুব ভাগ্যবান যে অধিনায়ক হিসাবে পাশে এই দুজনকে পাচ্ছে। এদিন স্টেডিয়ামে রোহিত ও বিরাটকে নিজেদের মধ্যে আলাদা করে কথা বলতে দেখা যায়। দুজনই দলের সঙ্গে গা ঘামিয়েছেন। এই দিকে, ২০২৮ পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের স্পনসরশিপ রাইট পেল মুথুত ফিনকর্প।